CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-53 ■ 27 November, 2025 ■ আগরতলা ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

ধর্মনগরে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে

পরপর হামলা, পথ অবরোধ, ভাঙচুর মারধর, আহত সিপিএম ও কংগ্রেস কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ নভেম্বর।। ধর্মনগরে গতকাল রাতে দুষ্কৃতীদের দ্বারা জেলা কংগ্রেস ভবনে আগুন লাগানোর চেষ্টা ঘিরে শুরু হওয়া উত্তেজনা আজ রীতিমতো বিস্ফোরক আকার নিল। ঘটনাটির প্রতিবাদে সকালে কংগ্রেস (আই) দল ধর্মনগর সেন্ট্রাল রোডে কংগ্রেস ভবনের সামনেই পথ অবরোধ করে। কিছুক্ষণ পর তারা অবরোধ উঠে এবং কংগ্রেস ভবনে সংসদ দিবস নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখনই পরিস্থিতি দ্রুতই নতুন দিকে মোড় নেয়।

অবরোধ প্রত্যাহারের পরই বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে কংগ্রেস ভবনের সামনেই বিজেপি কর্মীরা পথ অবরোধ শুরু করে। ঠিক সেই সময় অপর দিক থেকে সিপিআইএম দলের সদস্যরা সংবিধান দিবস উপলক্ষে ধর্মনগর

এসডিএম অফিসের সামনে জমায়েত শেষ করে প্রচার কর্মসূচি

শেষ করে ফিরছিলেন। অভিযোগ, সিপিআইএম কর্মীদের

ফেরার সময় পথ অবরোধে থাকা প্রায় ২০০—২৫০ জন বিজেপি কর্মী হঠাৎই তাঁদের ওপর হামলা চালায়। ভেঙে ফেলা হয় সিপিআইএমের মাইক, বাদ্যযন্ত্র, টুকটুক এবং দলীয় সামগ্রী। কর্মীদের ওপর চলে মারধর। এতে গুরুতর আহত হন চারজন সিপিআইএম কর্মীযার মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত, ধর্মনগর এর সম্পাদক অভিজিত দে এবং আরও দুই কর্মী।

ঘটনার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও উত্তর জেলার অ্যাডিশনাল এসপি ঘটনাস্থলেই ছিলেনতবুও অভিযোগ, তাঁদের সামনেই হামলা চালানো হয়। সাংবাদিকরা তাঁর কাছে প্রতিক্রিয়া চাইলে তিনি স্থান ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে।

এরপরই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে হামলা চালিয়ে ভবনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস ভবনে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে মঙ্গলবার রাতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরজুড়ে। সূত্রের খবর, রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা শতবর্ষ প্রাচীন এই ভবনে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। তবে দ্রুত ধর্মনগর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং অল্পের জন্য রক্ষা পায় ভবনটি।

আজ সকালেই খবর পেয়ে কংগ্রেস কর্মীরা ভবনে ছুটে এসে দেখেনমাটিতে পোড়া জাতীয় পতাকা, ভাঙাচোরা চেয়ার-টেবিল এবং ঘরের ভেতরে আগুন ধরানোর চেষ্টার একাধিক চিহ্ন। ভবনের সামনে রাখা কিছু ভাঙা পতাকাও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি দিগ্বিজয় চক্রবর্তী এক সাক্ষাৎকারে সরাসরি বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করার অভিযোগ তোলেন। তিনি এই ঘটনাকে 'কুৎসিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোলাখেতে গাড়িতে গুলিবিদ্ধ যুবক-যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ নভেম্বর।। উদয়পুরে হোলাখেত রেল ব্রিজের কাছে হোন্ডা আউরা গাড়ি থেকে দুই যুবক যুবতীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরজুড়ে। উদয়পুরের হোলাখেত রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি হোন্ডা আউরা গাড়ির ভিতর থেকে এক যুবক ও এক যুবতীর গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে গুলি আওয়াজ পেয়ে স্থানীয়দের চোখে পড়ার পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গাড়ির ভিতরে রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত পুলিশ ও দমকল বিভাগকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা পৌঁছে প্রথমে যুবককে গাড়ি থেকে বের করে জীবিত ভেবে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে গাড়ির পেছনের আসন থেকেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় যুবতীর নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন জেলার উর্ধতন পুলিশ আধিকারিকরা। আরকে পুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে এই গুলিবিদ্ধ মৃত্যুর ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খুন নাকি আত্মহত্যাসমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম জুলুস মিয়া, তার বাড়ি কাকরাবন। যুবতীর পরিচয় প্রকাশ্যে আসেনি এখনো। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা উদয়পুর শহরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের মধ্যে নানান জল্পনা-কল্পনা চলছে। ফরেনসিক দল গাড়িটি পরীক্ষা করে প্রাথমিক নমুনা সংগ্রহ করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আপাতত কিছুই জানায়নি। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও ঘটনার সময়ের সঠিক চিত্র জানতে গাড়ির সিসিটিভি ট্রেস, কল ডিটেইলস এবং ফরেনসিক রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

সংবিধান দিবসেই আক্রান্ত আইন শৃঙ্খলা তলানিতে ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সংবিধান দিবসেই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সংবিধান দিবস পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ধর্মনগরের কংগ্রেস নেতৃত্বরা। নিজের কর্মী সমর্থকদের নিয়ন্ত্রিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মনগরে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে আক্রমণের ঘটনায় এভাবেই শাসকদলের বিরুদ্ধে খুব উগড়ে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

তিনি বলেন, গোটা দেশেই সংবিধান দিবস পালন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সংবিধান দিবস পালনের জন্য কংগ্রেস দলও গোটা রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কিন্তু গতকাল রাতে আশ্চর্যজনক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট সরকার চলছে ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরায় ফ্যাসিস্ট সুলভ সরকার চলছে। ধর্মনগরে বামেদের কর্মসূচিতে আক্রমণের ঘটনায় এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

আজ ধর্মনগরে বিরোধীদের ওপর যেভাবে আক্রমণ হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী গোটা রাজ্যব্যাপী সুশাসনের কথা বলে বেড়ান। কিন্তু রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা প্রকাশ্যে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ব্যর্থতা গুলি সিপিএমের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে অভিযোগ আনেন তিনি। তাঁর কথায়, দিন দুপুরে থানার নাকের ডগায় বিরোধী দলের সর্বভারতীয় কর্মসূচির উপর যেভাবে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেন্টাল কলেজে লিফট বিপর্যয়, আটকে পড়া কর্মী অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। আগরতলা সরকারী ডেন্টাল কলেজে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দেড় ঘণ্টা ধরে লিফটের ভেতরে আটকে থাকলেন হাসপাতালের তিন কর্মী। আটকে থাকা এক নার্সিং অফিসার শ্বাসকষ্টে অজ্ঞান হয়ে পড়েন বলে জানা গেছে। ঘটনার সময় লিফটে কোনো অপারেটর উপস্থিত ছিলেন না, বলে জানান দমকলকর্মী। নিয়মবহির্ভূতভাবে অপারেটর ছাড়া লিফট চালু রাখার অভিযোগ উঠেছে হাসপাতাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিছড়ায় শিশু হত্যার মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ নভেম্বর ।। উত্তর ত্রিপুরার শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্জুন টিলা এলাকায় সোমবার দুপুরে ঘটে যাওয়া নৃশংস শিশু হত্যাকাণ্ডে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। ঘটনার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পরপরই নদীয়াপুর এলাকার চারজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেই জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরেই মিলেছিল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এরপরই মঙ্গলবার গভীর রাতে শনিছড়া এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে মদন গোপন সিনহা (৫৭), পিতা মদন চাঁন সিনহাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বুধবার শারীরিক পরীক্ষার পর তাকে জেলা আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়। ইতিমধ্যেই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৪/২৫, ১০৩(১), ১১৮(২) ও ৬১(২) ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মামলার তদন্তভার রয়েছেন সাব-ইন্সপেক্টর উমা রানী নমঃ।

এদিকে, ঘটনার পর পুলিশের একটি বিশেষ দল বহিঃরাজ্যের শিলচরের জীবন জ্যোতি নামক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবিধান দিবস

গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার সংবিধান দিবস উপলক্ষে ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং সংবিধানের মূল মূল্যবোধের ওপর জোর দিয়ে নাগরিকদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন। একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'সংবিধান দিবসে, আমরা আমাদের সংবিধানের প্রণেতাদের শ্রদ্ধা জানাই। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পূর্বদৃষ্টি আজও আমাদের উদ্বুদ্ধ করে "বিকসিত ভারত" গঠনের পথে। আমাদের সংবিধান মানব মর্য্যাদা, সমতা এবং স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এটি আমাদের অধিকার প্রদান করে, তবে একই সাথে আমাদের নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্যও মনে করিয়ে দেয়, যা আমাদের সর্বদা পূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত। এই দায়িত্বগুলোই শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি। আসুন, আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে সংবিধান মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি।'

এর আগে, প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের উদ্দেশে এক বিস্তারিত চিঠি পাঠিয়ে সংবিধান দিবস উপলক্ষে তার মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি ২৬ নভেম্বরকে 'অবিশ্বাস্য গর্বের দিন' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং ১৯৪৯ সালে এই দিনে সংবিধান গৃহীত হওয়ার কথা স্মরণ করেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবিধান দেশের মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। সংবিধান হলো ভারতের আত্মা। সংবিধান দেশের মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের দূরদর্শী পদক্ষেপের ফসল আমাদের সংবিধান আজকের দিনে গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সংবিধানকে উর্ধে তুলে ধরা এবং তা রক্ষা করা। আজ সকালে কুঞ্জবনস্থিত পি.এম.-শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে (১ নং) সংবিধান দিবস পালন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্যপাল ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। রাজ্যপাল সংবিধানের প্রস্তাবনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুজরাটে সর্দার @ ১৫০ ইউনিটি মার্চ পদযাত্রার অনুষ্ঠান

যুবাদের মধ্যে দেশপ্রেমে ও দায়িত্ববোধের চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে এবং জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। আজ গুজরাটের শাস্ত্রী ময়দানে আয়োজিত সর্দার @১৫০ ইউনিটি মার্চ পদযাত্রার সূচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই অনুষ্ঠানে অন্যতম অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেল। এর আগে এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা সর্দার

বল্লভভাই প্যাটেলের বাড়িতে যান এবং গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেলের সাথে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এখানে উপস্থিত বিশিষ্ট

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন দপ্তরে নিয়োগপত্র প্রদান

কঠোর পরিশ্রম ও যোগ্যতাই একমাত্র মানদন্ড ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন- এর মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিনজন নতুন প্রার্থীর হাতে আজ নিয়োগপত্র তুলে দিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী ও নির্বাচন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রীর দপ্তরেই এই নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নবনিযুক্তদের অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার স্বচ্ছ, ন্যায়সঙ্গত ও যোগ্যতাভিত্তিক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ বিবেকানন্দ ময়দানে মথার সমাবেশ ঘিরে ট্রাফিক নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। আগামীকাল স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসমাবেশকে ঘিরে জারি করা হল ট্রাফিক নির্দেশিকা। যানজট ও অসুবিধা এড়াতে আগরতলা ট্রাফিক পুলিশ যাত্রী ও পথচারীদের নির্ধারিত বিকল্প রুট ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে।

ট্রাফিক দফতর তরফ থেকে যাত্রীদের জন্য বিকল্প রুট দেওয়া হয়েছে। রুটগুলো হল, এডি নগর- ফ্লাইওভার- ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনি- কের চৌমুহনি -শংকর চৌমুহনি --- দুর্গা চৌমুহনি, এলবার্ট ক্লাব — মইলাখলা ক্রসিং — বড়জল ক্রসিং- ভোলাগিরি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহর থেকে দেড় লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে পাঁচজন নেশা কারবারিকে আটক করেছে। গতকাল সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাঁসারি পট্টি ও ওমেন্স কলেজ সংলগ্ন এলাকায় টানা তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ সংবাদমাধ্যমকে এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ। তিনি জানান, রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 27-11-2025, 01:08

জাগরণ আগরতলা,২৭ নভেম্বর,২০২৫ ইং
১০ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই

মানব পাচারের বিরুদ্ধে নিরন্তন লড়াই অব্যাহত রাখিতে হইবে। এটি একটি ভয়ঙ্কর প্রবণতা। গোটা বিশ্বেই এই প্রবণতা অব্যাহত রহিয়াছে। এই প্রবণতা ভারতবর্ষে মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাতেও এই প্রবণতা দিন দিন বাড়িতেছে।শিশু শ্রমিক, বাল্য বিবাহ, মানব পাচার বিশেষত মহিলা ও শিশু পাচারের মতন ঘটনা, পনের দাবীতে বধূহত্যা, বৃদ্ধদের প্রতি অবহেলা, কয়েদিদের প্রতি আইনানুগ ব্যবহার হইতেছে কিনা, এরকম অজস্র বিষয়ের উপর ছাতার মতন সুরক্ষা দেওয়ার জন্যে ১৯৯৩ সালে সৃষ্টি হয় ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের।গত তিন দশকে এই কমিশন অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছে, আবার একই সঙ্গে মাঝেমধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতে পরিচালিত হইয়াছে।মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ জাতীয় স্তরে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করিতে পারে বলিয়া তাহাদের তরফে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়া মাঝে মাঝে সমীক্ষা করানো হয়। যেমন, এই সময়ে ভারতের কাছে একটি অন্যতম সমস্যার বিষয় হইলো নারী পাচার। এই বিষয়ে একটি প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করা হইয়াছে কিছুদিন আগে এবং তাহার থেকে বেশ কিছু তথ্য নীতিনির্ধারকদের সামনে তুলিয়া ধরা উচিত বলিয়া মনে হয়।

সমস্যাগুলো বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিস্তৃত, ফলে এর জাতীয় আবেদন যথেষ্টই। তবে এর মধ্যে একটি ২০২০ সালে, গৃহমন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে দেশের সবকটি জেলার পুলিশ সদর দপ্তরের সঙ্গে একটি মানব পাচার বিরোধী ইউনিট বা ছোট দপ্তর খুলিতে বলা হইয়াছিল জরুরি ভিত্তিতে।এর কিছুদিন পরে দেশের ১৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জেলাভিত্তিক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে এই ধরণের মানব পাচার বিরোধী ইউনিট অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্রই খাতায় কলমে অবস্থিত রহিয়াছে।

শুধু নামেই রহিয়াছে কিন্তু কাজে নয় এরকম ইউনিটের সংখ্যা অন্তত ২২৫, এবং দেশের ৮০০ টি জেলার সবকটিতে তাহাদের কোনো অস্তিত্বই নাই। একথা ঠিক যে সব জেলাতেই যে মানব পাচার সমস্যা তাহা নয়; ফলে সেখানে এই ইউনিট তৈরী না করিবার স্বপক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে। স্থাপিত ইউনিটগুলোর মধ্যে মাত্র ২৭ কর্মক্ষম।

এই অবস্থায় যে নারী এবং শিশু পাচারের মতন গর্হিত অপরাধের অধিকাংশই পুলিশের নজরের বাইরে থাকিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। রাষ্ট্রসংঘের ড্রাগ এবং আন্তর্জাতিক পাচার অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য বলিতেছে যে পাচার হওয়া মানুষের মধ্যে ৬৬ নারী, ১৩ বালিকা, ১২ পুরুষ এবং ৯ বালক। দেশের মধ্যে মানব পাচার ৩৭০ক এবং পস্কো ধারায় অপরাধ যোগ্য। পাচার বন্ধ করিবার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেয়।

প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং আইনানুগ সঠিক বিচার কমাইতে পারে মানব পাচার। ভারতে পাচারের তথ্য সংগ্রহ করিয়া জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, তবে রাষ্ট্রসংঘের মূল্যায়নে এই তিনটি মানদন্ডে দেশের স্থান বেশ নিচে। জাতীয় তথ্য বলিতেছে ভারতের প্রায় সব জায়গায় মানবপাচারকারীদের জাল বিস্তারিত, যদিও ক্রাইম রেকর্ডসের তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ।ভারতের ভৌগোলিক বিস্তার বিবেচনা করিলে সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরা, রাজস্থান, কেরল, তামিল নাড়ু, পশ্চিম বাংলা, অসম, বিহার, উত্তর প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের পাচার সংক্রান্ত তথ্য সমগ্র ব্যাপারটি বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। সেই লক্ষেই ত্রিপুরা ,পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশে মানব পাচার নিয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা করা হইয়াছে। পাচার হওয়া মহিলা, বিভিন্ন সুরক্ষা সমিতির সদস্য, সুরক্ষা গৃহে যেখানে পাচার হওয়া মানুষদের রাখা হয়, যাহারা পাচার বন্ধের লক্ষে ক্রমাগত কাজ করেন তেমন এনজিও, ইত্যাদির সঙ্গে অজস্র গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা সংগঠিত করা হয়। প্রাথমিক ভাবে, এই রাজ্যগুলোতে নথিবদ্ধ হওয়া পাচার সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা বছরে অন্ততঃ ১০০র কাছাকাছি, কয়েকটি রাজ্যে তাহা দ্বিগুন সংখ্যায় ঘটে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতের মতন জনবহুল দেশে এই সামান্য সংখ্যা থেকে ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করা যায় না হয়তো, কিন্তু আলোচনার মধ্যে দিয়া ক্রমাগত বের হইয়া আসে যে কি পরিমান আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা এর জন্যে মূলতঃ দায়ী।আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে মানবপাচারের সরাসরি সম্পর্ক সুরক্ষার বিষয়টিকে যে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে তাহার অনেক উদাহরণ এখানে পাওয়া যায়।মানব পাচার প্রতিরোধে মূল ভূমিকা পালন করে অ্যান্টি-হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিটগুলো।তাহারা থানার মধ্যেই অবস্থিত বা কখনো স্বতন্ত্র অফিস হিসেবে থাকে। প্রতিটি ইউনিটে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ রাখিবার কথা, যাহারা পাচার হওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং পুনর্বাসনে কাজ করিবেন।অন্য একটি বড় সমস্যা

হইল প্রশিক্ষণের অভাব। মানব পাচার একটি জটিল অপরাধ এবং এর তদন্ত করিতে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। অথচ এই ইউনিটে যাহারা নিযুক্ত হন তাহাদের অধিকাংশেরই বিশেষ প্রশিক্ষণ নাই।

নেই পর্যাপ্ত কর্মী এবং অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারের প্রধান দায়িত্বের সঙ্গে পাচার আটকানোর কাজ চালাইয়া দেওয়া হয়, যাহার দরুন এতে প্রয়োজনীয় মনোনিবেশ করিতে পারে না বেশিরভাগ ইন্সপেক্টর বা সাব-ইন্সপেক্টর।

পরিকাঠামোর উন্নয়ন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে এগুলো বেশি কার্যকরী হইতে পারে। এছাড়া, পাচার হওয়া ব্যক্তিদের জন্যে দ্রুত আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করিতে

হইবে। ভারতে মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই সফল হইলে আর্থিক এবং সামাজিক ভাবে দুর্বল বেশ কিছু অংশকে মূলস্রোতের উন্নয়নে সামিল করা সম্ভবহ

হইবে।

সুফিবাদকে পিছনে ফেলে অন্ধকার অধ্যায়ের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

প্রবীর মজুমদার

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লিগ সরকারের বিরুদ্ধে ২০২৪-এর শ তথাকথিত গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা সাহসী হয়ে উঠেছে। ফলে হিংজ হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কারণ ওহাবি-অনুপ্রাণিত উগ্রপন্থীরা সংখ্যালঘু হিন্দু মন্দির এবং সুন্নি সুফি মাজারগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করছে। এই উগ্রপন্থীরা ধর্মীয় সহনশীলতাকে দুর্বল করছে এবং ঘৃণা ছড়াচ্ছে, যার ফলে ব্যাপক অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। গত ষোলো মাসে এই উগ্রপন্থীরা কেবল হিন্দু মন্দিরেই নয়, সুন্নি সুফি সাধকদের মাজারেও আক্রমণ করেছে।

বিশ্বের মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী ওহাবি, সালাফি, তালেবান, আল কায়েদা, আইএস ইত্যাদির নব-উত্থান চার দশকের বেশি নয়। বাংলাদেশে তাদের পুনর্জন্ম ১৯৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর থেকে। ধর্মের নামে রাজনীতি ও সন্ত্রাস এর বৈশিষ্ট্য। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি ও সহমর্মিতার ইসলাম প্রচার করেছিলেন সুফি সাধকরা। অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রথম ইসলাম প্রচারক মালিক দীনার ছিলেন সুফি মতবাদের অন্যতম প্রধান ইমাম হাসান আল বসরির শিষ্য। তাঁরা ছ'জন এসেছিলেন ইরাকের বসরা থেকে ভারতের কেরালায়। মালিক দিনার কেরালার থালাঙ্গানায় ''চেরামাল জুমা মসজিদ'' নামে যে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন, সেটি আরব বিশ্বের বাইরে প্রথম মসজিদ বলে দাবি করা হয়। এটি এখন কেরালার অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ।

উমাইয়া বংশের মোহাম্মদ বিন কাশিম ৭১১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে তলোয়ারের জোরে ভারতের মাটিতে ইসলাম প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বটে, তবে সফল হননি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শক্তি প্রয়োগ করে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মোহাম্মদ বিন কাশিমের পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ও মোহম্মদ ঘোরি দিল্লিতে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নির্বিচারে অমুসলিম নিধন, মন্দির ধ্বংস করেছেন, বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করেছেন, পরে উপলব্ধি করেছেন গায়ের জোরে ধর্মপ্রচার ফলদায়ক হয় না। পক্ষান্তরে সুফি ধর্মপ্রচারকরা আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে জবরদস্তি করেননি। তাঁরা শান্তি, সাম্য ও সৌহার্দের কথা বলেছেন। স্থানীয় সংস্কৃতি, লোকাচার ও ধর্মকে তাঁরা আঘাত করেননি, বরং বহু ক্ষেত্রে ইসলামকে আঞ্চলিক রূপ দিতে চেয়েছেন, মানুষের সেবা করেছেন, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কথা বলেছেন, যে কারণে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় ইসলামের দ্রুত বিস্তার ঘটেছে। ভারতবর্ষের সুফি সাধকদের মধ্যে বহুল পরিচিত হচ্ছেন খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি, যিনি দক্ষিণ এশিয়ার চিশতিয়া মতবাদের জনক। আজমিরে তাঁর মাজারে প্রতিদিন ধর্মনির্বিশেষে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। উপমহাদেশে চিশতিয়া মতবাদের পর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাদারিয়া, যে মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ বদিউদ্দিন জিন্দা শাহ মাদার। যিনি কুতুবউল মাদার নামে বেশি পরিচিত। তাঁর মাজার রয়েছে উত্তর প্রদেশের কানপুরে। এরপর রয়েছেন বাগদাদের হজরত আবদুল কাদির জিলানীর অনুসারী, যাঁদের বলা হয় কাদেরিয়া। এই তিন ধারার বাইরে দক্ষিণ এশিয়ায় নকশবন্দীরা ও সুহরাওয়ার্দী মতবাদের অনুসারীও আছেন, যাঁরা তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। নকশবন্দীরা গান, বাজনা, নাচকে হারাম মনে করেন। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে বাবর ও আওরঙ্গজেব নকশবন্দী সুফিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। হালে চেচনিয়া ও ইরাকে নকশবন্দীরা অস্ত্র হাতে জিহাদ করছেন। সুহরাওয়ার্দী ও নকশবন্দীরা শরিয়তের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন, অন্যরা গুরুত্ব দেন মরমিবাদের ওপর। ভারতবর্ষের সুফিদের প্রধান তিনটি মতবাদ চিশতিয়া, কাদেরিয়া ও মাদারিয়াদের ওপর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে ইরানের জালালউদ্দীন রুমির। মধ্যযুগে রুমির শিষ্য ও অনুসারী দরবেশরা সিরিয়া, মিসর, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য। বাংলায় যে সুফি সাধকরা ইসলাম প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে সবাগ্রগণ্য শ্রীহট্টের হজরত শাহজালাল, যিনি ছিলেন কমির ভাবশিষ্য। যাঁর জন্ম তুরস্কে। পূর্ব ভারতের জনপদ শ্রীহট্টে তাঁর আগমন ঘটেছিল ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে। জনশ্রুতি রুমির নির্দেশে তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য ভারতে এসেছিলেন। রুমির অনুসারীদের দরবেশ বলা হয়, যাঁরা নাচ ও গানে শ্রষ্টার মাহাত্মা বর্ণনা করেন।

বাংলার লালন ফকির দেড়শ বছর আগে লিখেছিলেন, "সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে। লালন বলে জাতের তের কী রূপ দেখলাম না এই

নজরে।'' কিংবা ''সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন। লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।'' লালনের ছ'শ বছর আগে পারসোর রুমি লিখেছেন, ''সব ধর্মেই ভালোবাসার কথা আছে। ভালোবাসার কোনো ধর্ম নেই। আমার কোনো ধর্ম নেই। ভালোবাসাই আমার ধর্ম। প্রতিটি হৃদয় আমার উপাসনাস্থল।'' জালালউদ্দিন রুমির প্রভাব শুধু দক্ষিণ এশিয়ার সুফিদের ওপর পড়েনি, হিন্দু ভক্তিবাদের অনুসারীরাও রুমির মানবিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যে দর্শনের মূল প্রোথিত রয়েছে ভারতীয় উপনিষদে। ভক্তিবাদের সবচেয়ে খ্যাতিমান সাধক কবীরের একটি বিখ্যাত দোঁহার বাংলা অনুবাদ ''আমাকে কোথায় খুঁজছো। আমি তো তোমারই ভেতর। আমি কোনো তীর্থে নেই, কোনো প্রতিমায়ও নেই। কোনো নির্জনতায় নেই, কোনো মন্দিরে নেই, মসজিদেও নেই, কাবা কিংবা কৈলাশেও নেই। হে মানব আমি তোমারই ভেতর বিরাজ করি।'' ভক্তি ও সুফিরা ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করেননি। সুফিদের শান্তি, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার বিপরীতে অবস্থান করছে ওহাবি-সালাফি মওদুদীবাদীদের কট্টর জিহাদি ইসলাম, যারা ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকার জন্য হত্যা-ধর্ষণ-নির্যরোধী অপরাধকে ইসলামের নামে বৈধ করতে চায় জিহাদের কথা বলে। ওহাবিদের আক্রমণের লক্ষ্য ভিন্নধর্ম-ভিন্নমত-ভিন্ন জীবনধারায় বিশ্বাসী মানুষ। মানুষ এষ্টার সেরা সৃষ্টি, এটা তারা বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে তাদের মতানুসারীরাই খাঁটি মুসলমান, বাকিরা নাস্তিক, মুরতাদ, কাফের-অতএব হত্যার যোগ্য। ইমাম ইবনে তায়মিয়া থেকে আবুল আলা মওদুদী এবং অতি সাম্প্রতিক আবু বকর আল বোগদাদী এই ফতোয়াই দিয়েছেন। ইসলামকে এভাবে তাঁরা সন্ত্রাসের সমার্থক বানাতে চেয়েছেন, যা ইসলাম বিদ্বেষের পাশাপাশি অন্য ধর্মেও উগ্রতার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

ওহাবি-সালাফিরা শান্তি ও সম্প্রীতির ইসলাম পছন্দ করে না। কট্টর জিহাদপন্থিরা যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই সুফিদের ওপর হামলা করেছে, তাদের আবাস ও মাজার ধ্বংস করেছে। ওহাবি-সালাফি এবং তাদের পূর্ব ও উত্তরসুরিরা সঙ্গীত, নৃত্য ও চারুকলাসহ যা কিছু মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটায় সব হারাম ঘোষণা করেছে। তাদের রাজনৈতিক ইসলাম ও ধ্বংসাত্মক জিহাদের কারণে মানব সভ্যতার বহু স্মারক ফধ্বংস হয়েছে। সম্প্রতি আমরা দেখছি, খিলাফত প্রতিষ্ঠার নামে ''আইএস'' এর ওহাবিবাদী জঙ্গিরা কীভাবে ইরাক ও সিরিয়ায় মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করেছে।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক ইসলামের ধ্বজাধারী সামরিক বাহিনী এবং তাদের রাজনৈতিক দোসর ওহাবিবাদী জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালে ইসলামের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশে ৩০ লাখ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তাদের এই গণহত্যা ও ফধ্বংসযজ্ঞ থেকে মসজিদে প্রার্থনারত মুসলমানরাও রেহাই পায়নি। ধর্মের নামে হত্যা, সন্ত্রাস ও ধ্বংসযজ্ঞের অবসান ঘটানোর জন্য স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বাংলাদেশের মূল সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ''ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারও নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারও বাধা দেয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।'' বঙ্গবন্ধু ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি ধর্মের নামে হত্যা, নির্যাতন, সন্ত্রাস বন্ধের পাশাপাশি ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ধর্মকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে পৃথক রাখতে চেয়েছিলেন। সুফি ইসলামের সার কথাও তাই। স্বাধীনতাবিরোধীরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ব্যর্থ রাষ্ট্র বানাবার জন্য নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর প্রধান সহযোগীদের, যাঁদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছিল। ১৯৭১-এর গণহত্যাকারীদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলো বঙ্গবন্ধুর সরকার সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকান্ডের পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ইসলামের নামে গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধী জামায়াতে ইসলামি এবং তাদের সহযোগীদের আবার পাকিস্তানের মতো ধর্মের নামে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশে ধর্মের নামে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ বপন করেছেন, যার বিষাক্ত ফল এখনও বাংলাদেশের জনগণ ভোগ করছে। ধর্মের নামে রাজনীতি করার ভয়ংকর পরিণামের উদাহরণ হচ্ছে পাকিস্তান। জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদির রাজনৈতিক জিহাদি ইসলাম পাকিস্তানকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। ধর্মের নামে রাজনীতি করতে গিয়ে পাকিস্তান যে তালেবান ও আল-কায়েদাদের মদত দিয়েছে তারাই আজ পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চাইছে। ২০০৪ সালে জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে তাদের পোষা জঙ্গিরা হজরত শাহজালালের মাজারে ভয়াবহ বোমা হামলা চালিয়েছিল, যে সুফিসাধক বাংলাদেশে এসেছিলেন রুমির শান্তি ও সহমর্মিতার ইসলাম প্রচার করার জন্য। এই হামলা চালিয়ে জঙ্গিরা মাজার পরিদর্শনে আসা ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীকে হত্যা করতে চেয়েছিল। হামলায় দু'জন ভক্ত নিহত হয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত গুরুতর আহত হয়েছিলেন। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে তাদের অনুসারীরাই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে আত্মঘাতী হত্যা চালিয়ে ২১ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, যাদের অধিকাংশ ছিলেন বিদেশি।

হালে হেফাজতে ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জামায়াতীরা ইসলামের নামে সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে। ওয়াজের নামে হেফাজতের নেতারা ভিন্নধর্ম, ভিন্নমত এবং ভিন্ন জীবনধারার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে গোটা সমাজকে মধ্যযুগীয় তামসিকতায় নিক্ষেপ করতে চাইছে। "হরকাতুল জিহাদ" থেকে আরম্ভ করে হাদের "আনসারউল্লাহ বাংলা টিম''সহ তাবৎ জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসের ধর্মপিতা হচ্ছে ওহাবি-সালাফিবাদের অনুসারী জামায়াতে ইসলামী- যারা ভিন্নমত, ভিন্নধর্ম, ভিন্ন জীবনধারায় বিশ্বাসীদের ইসলামের নামে হত্যা করা ঈমানী কর্তব্য মনে করে। কখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে, কখনও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ভন্ডুল করার জন্য বা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে তারা নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে, ভিন্ন ধর্মের পুরোহিত, যাজক, ভিক্ষুদের হত্যা করেছে। ভিন্নমতের লেখক, প্রকাশক এমনকি বিদেশি নাগরিকদেরও হত্যা করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারা অবরুদ্ধ করার পাশাপাশি বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করেছে।

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, মুসলিম বিশ্বের তরুণদের একটি অংশের চেতনায় ওহাবি, সালাফি মৌলবাদ আধিপত্য বিস্তার করেছে। তবে আমাদের প্রত্যাশা একদিন এই বিভ্রান্ত তরুণশরা ইসলামের সন্ত্রাস ও উন্মাদনা মুক্ত হবে। তা না হলে এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার অধ্যায় অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের জন্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বন্দেমাতরম বাঙালিকে

পথ দেখিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদের আলোকে

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায় (গবেষক)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সাধক ভবানন্দের কণ্ঠে বন্দে মাতরম সঙ্গীতের সার্ধশতবর্ষে সারা দেশে আলোড়ন উঠেছে। মল্লার-কাওয়ালী তালে 'বন্দে মাতরম সঙ্গীত তাঁর সন্তান দলের কাছে গেয়েছিলেন। ভবানন্দ আনন্দমঠে গানটি গাইবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে বসে সেকালের বিখ্যাত গায়ক ভাটপাড়ার পন্ডিত যদুনাথ ভট্টাচার্য সুরতাল যোগ করে গানটি প্রথম গেয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ' যাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিত চন্দ্র মিত্র এটি লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বানী ছিল, এই গানে 'বঙ্গদর্শন'-এর পেটনা ভরলেও পঁচিশ বছর পর এ দেশের জনগণ 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে মেতে উঠবে। ভারতের জাতীয়তাবাদের উষাকালে দেশপ্রেমের যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলেছিল, তা আজও এই মন্ত্র উচ্চারণে এক অনাস্বাদিত দেশপ্রেমের আবেগকে জাগিয়ে তোলে। এটা কোনো রাজনীতির মন্ত্র নয়, কিন্তু 'বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণের সময় রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা অনেক সময় বিকৃত উচ্চারণ করে,যা দেশের জাতীয় আবেগের প্রতি অসম্মান করা হয়। এই সঙ্গীতে সমৃদ্ধশালী 'ভারতমাতা'-র রূপ বর্ণনা আছে।

'আনন্দমঠ' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবার অনেক আগে ১৮৭১সালে হিন্দু মেলার আদর্শে বারুইপুর মেলায় প্রথম ভারতমাতার মূর্তি দশভূজা উন্নতি দেবীর রূপকল্পে নির্মাণ করা হয়। মায়ের দশ হাতে দশ অস্ত্র বলতে কৃষি, উদ্যানতত্ত্ব, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যায়াম, সাহিত্য, প্রতিযোগিতা, সামাজিক সংস্কার, আত্ম নির্ভরতা, এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষার শপথ নেওয়া হয়। সিংহের পিঠে উন্নতি দেবীর অধিষ্ঠান। সিংহ উদ্যম ও সাহসিকতার প্রতীক। উন্নতি দেবীর পুজোয় চব্বিশ পরগনা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সবাই এসেছিল। দেশপ্রেমের আবেগে জাত ধর্মের অহঙ্কার মানুষের ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও 'বন্দেমাতরম হিন্দু মুসলিম বিভাজনের সাম্প্রদায়িকতার অভিসন্ধি মাথায় নিয়ে লেখেননি। স্থুল, সুক্ষ ভাবে ভারতমাতার প্রতি ভালোবাসা, এবং এদেশের জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্রর। 'বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণের জন্য বরিশাল কংগ্রেস প্রাদেশিক অধিবেশনে সুশীল গুহ ঠাকুরতা আঠারো ঘা বেতের তীব্র অত্যাচার সহ্য করতে ভয় পায় নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে একদিনের জেল খেটেছেন। একসময় আমাদের দেশে মুসলিম লীগের সাথে অতি প্রগতিবাদীরা 'বন্দেমাতরমকে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট বলে সমালোচনা করেছিল। তার উত্তর দিয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলার বিশিষ্ট পন্ডিত রেজাউল করিম। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। মুসলিম লীগের সভায় যখন আনন্দমঠের কপি পোড়ানো হচ্ছে তখন জ্ঞানবৈরী সাম্প্রদায়িক লীগ শক্তির বিরোধীতা করতে এই জ্ঞানতপস্বী পথে নেমেছিলেন। তিনি লিখলেন অহিন্দু দৃষ্টিতে বঙ্কিম প্রতিভা। করিম সাহেব বলেছিলেন, 'বন্দে মাতরম-এ যে ভারতমাতার গৌরবগাথা বর্ণনা করা হয়েছে তা নিছক কোনো হিন্দু দেবীর মূর্তি নয়। তার মধ্যে আছে ভারতমাতার অবয়ব। ইংরেজ শাসনের সময় বিশ শতকে যাঁর বই রাজরোষে প্রথম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ১৯০৮ সালে সেই কবি সৈয়দ আবু ইসমাইল সিরাজি তাঁর 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থে ভারতমাতার রূপ বর্ণনা করেছিলেন। দশপ্রহরণধারিণী ভারত মাতা কৃষি শিল্প, শিক্ষা, সঙ্গীত, নাটক, শিল্পচর্চা, বিজ্ঞানসহ দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণনা করেছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতে। রেজাউল করিমের ভাষায় বলতে হয় 'বন্দে মাতরম' কোনো সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গীত নয়। ফরাসি জাতীয় সঙ্গীত 'ল্যা ম্যার্সেলিশ'-এর সাথে এর তুলনা করা যায়। অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ সালে 'কর্মযোগীন' পত্রিকায় 'বন্দে মাতরম-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। তিনি বন্দেমাতরম সঙ্গীতে পেয়েছেন'। অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের জাতিসত্ত্বার ইতিহাসে 'বন্দে মাতরম প্রথম জাতীয় সংস্কৃতির রূপকল্প নির্মাণ করেছিলো। যার মাধ্যমে বাঙালি জাতি বুঝতে শিখেছিলো তার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি ঐতিহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে পথ দেখালেন জাতীয়তাবাদের আলোকে।

(প্রাবন্ধিক, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধীন রাজগীরের রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের সম্পাদক)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার সংসদে পালিত হয়েছে সংবিধান দিবস।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংবিধান দিবস উপলক্ষে জাতির প্রতি সংবিধানের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্তির আহ্বান জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার সংসদের কেন্দ্রীয় হলে সংবিধান দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, যা সংবিধান গ্রহণের ৭৬তম বার্ষিকী হিসেবে পালিত হয়।

বক্তৃতায়, রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, ২০১৫ সালে, ড. বি.আর. আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৬ নভেম্বরকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়। তিনি জানান, এই সিদ্ধান্ত জাতীয়ভাবে সংবিধানের মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতি শক্তিশালী করেছে। "এই দিনে, সমগ্র জাতি আমাদের সংবিধান, ভারতের গণতন্ত্রের ভিত্তি, এবং এর নির্মাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা পুনর্ব্যক্ত করে। 'আমরা, ভারতের জনগণ' ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে আমাদের সংবিধানে আস্থা প্রকাশ করি," বলেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু সংবিধানের আত্মার অন্তর্ভুক্ত মৌলিক আদর্শগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে অবিচলভাবে সমর্থিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ভারত দ্রুত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং গত দশ বছরে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার দাবি করেছেন সরকার। এটি সংসদীয় গণতন্ত্র এবং উন্নয়নশীল শাসনব্যবস্থার সফলতার প্রমাণ, বলেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি সংবিধানকে "জাতীয় গর্ব এবং পরিচয়ের একটি দলিল" হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এটি উপনিবেশিক মানসিকতা থেকে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন এবং জাতিকে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করছে। তিনি উল্লেখ করেন, সম্প্রতি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা সংস্কারে বাস্তবায়িত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ন্যায়বিচারের চেতনা থেকে পরিচালিত।

তিনি আরও বলেন, ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা সময়ের সাথে শক্তিশালী হয়েছে এবং জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে ক্রমবর্ধমান নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। "মহিলা, যুব, গরীব, কৃষক, দলিত, উপজাতি, অবহেলিত গোষ্ঠী, মধ্যবিত্ত এবং নবমধ্যবিত্ত শ্রেণী জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করছে," বলেন তিনি। নারী ভোটারের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রায় একটি "বিশেষ সামাজিক অভিব্যক্তি" যোগ হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সংবিধান রচনাকারী প্রাক্তন সংসদীয় পরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতা রক্ষা এবং তার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য, তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরি। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, সংসদ জাতীয় স্বার্থে কাজ করছে এবং সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটানোর জন্য অবিরাম কাজ করছে।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু মহিলাদের অবদানের জন্য সংবিধান রচনায় তাদের ভূমিকা স্মরণ করেন এবং ২০২৩ সালের নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাসের মাধ্যমে তাঁদের সম্মান জানান। তিনি বলেন, এই আইন মহিলা প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করবে এবং জাতি নির্মাণে তাঁদের অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী করবে।

একটি জাতীয় অঙ্গীকার: সরকার ও সমাজের সমগ্র অংশ মিলিতভাবে বাল্যবিবাহমুক্ত ভারত গঠনে এগিয়ে আসছে

লেখক: অন্নপূর্ণা দেবী

যে দেশে নারী ও শিশুরা এক বিলিয়নেরও বেশি জীবনের ভিত্তি, সেখানেতাদের ক্ষমতায়ন কেবল একটিনীতিই নয়এটি ভারতের নারীদেরভাগ্যের পথ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, ভারত একটি ঐতিহাসিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে মানবকেন্দ্রিক উন্নতির সঙ্গে মিলিত করছে। নতুন ভারতের গল্প কেবলমাত্রএর অর্থনৈতিক সাফল্য বা বৈশ্বিক উপস্থিতির মাধ্যমেই গড়ে উঠছে না, বরং সেই শ্রেণীকক্ষগুলিতেও যেখানে তরুণ মনগুলো বিকশিত হচ্ছে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে যেখানে আমাদের শিশুদের লালন-পালন করা হচ্ছে, এবং সেই ঘরে যেখানে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাগুলো শিকড় গাড়ছে।

'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর অটল অঙ্গীকার নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের জন্য একটি পথপ্রদর্শক শক্তি হয়ে উঠেছে, যা আমাদের ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর সম্মিলিত লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই যাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল গত বছরের ২৭শে নভেম্বর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে 'বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত' অভিযানের সূচনা।

একটিসাহসী এবং অটল দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে, আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য আমাদের জাতীয় অঙ্গীকারেরকথা পুনর্ব্যক্ত করেছি, যাতে প্রতিটি মেয়ে এবং ছেলে নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারে, তাদের শিক্ষা অব্যাহত রাখাযেতে পারে এবং গর্ব ও আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের ভবিষ্যত গঠন করাযেতে পারে। শুরু থেকেই, আমরা এ ব্যাপারে'সমগ্র সরকার এবং সমগ্র সমাজের" দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছি, স্বীকার করে নিয়েছি যে, এই চ্যালেঞ্জটি কেবল নীতির মাধ্যমেই কাটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এর জন্য একটি সম্মিলিত শক্তি প্রয়োজন —যেখানেপরিবার, সম্প্রদায়, অগ্রণী কর্মী, প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে শতাব্দী প্রাচীন একটি প্রথা ভেঙে প্রতিটি শিশুর আকাঙ্ক্ষাকে রক্ষা করতেপারে। আমাদের যৌথ সংকল্পের একটি শক্তিশালী প্রতিফলন হিসাবে, এখনগ্রাম ও শহরের কোটি কোটি মানুষ বাল্যবিবাহ বন্ধ করার অঙ্গীকার নিতে এগিয়ে এসেছে।

'সমগ্র সরকার' একটি বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত গঠনের জন্য একত্রিত হয়েছে বাল্যবিবাহ আমাদের দেশের বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সবচেয়ে গভীর চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি। এটি প্রায়শই সেই সম্প্রদায়গুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে শিক্ষা, সম্পদ এবং সচেতনতার সীমিত সুবিধা রয়েছে। অভাব এবং অসম সুযোগের কারণে সৃষ্ট এই ব্যবধানগুলি এই অনুশীলনকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম করেছে, যার ফলে অসংখ্য শিশু তাদের প্রাপ্য ভবিষ্যত উপলব্ধি করতে পারছে না।

আজ সেই বাস্তবতা দৃঢ়ভাবে এবং উন্নতির দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে। মোদি সরকারের অধীনে, আমরা সেই মূল কারণগুলো মোকাবেলা করছি যা একসময় এই প্রথাকে পুষ্ট করত। স্পষ্ট নীতি নির্দেশিকা, সুপরিকল্পিত প্রকল্প এবং সম্প্রদায়ের সরকারের প্রতি নবায়িত আস্থার মাধ্যমে, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং সেই পরিবেশ ধ্বংস করছে যেটি বাল্যবিবাহকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করত। আমরা এখনযে অগ্রগতি দেখছি তা সচেতন ও দৃঢ়সঙ্কল্পপূর্ণ, এমন একটি শাসন মডেল দ্বারাএটি পরিচালিত যা মহিলাদের ও শিশুদের জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রে রাখছে।

আমাদের উদ্যোগগুলো দুর্বলতার মূল কারণ সমাধানকরার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আমরা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, প্রতিটিশিশুর অধিকার সর্বশেষ পর্যায়েরস্তর পর্যন্ত পৌঁছাবেদেশের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রাম এবং পল্লী'র সবচেয়ে সংবেদনশীল শিশুর জীবনকে স্পর্শ করবে। প্রতিটি হস্তক্ষেপ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে মহিলারা এবং শিশুরা ঝুঁকির প্রতিটি পর্যায়ে সহায়তা পায়, এবং গর্ভকালীন শিশু থেকে কিশোরী পর্যন্ত তাদেরজীবনের প্রতিটি পর্যায় সুরক্ষিত, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং ক্ষমতায়িত হয়।

পোষণ ট্র্যাকার এবং পোষণ ভি পড়াই ভি থেকে সমগ্র শিক্ষা অভিযান পর্যন্ত, এবং ন্যাশনাল মীনস-কাম-মেরিট স্কলারশিপ প্রোগ্রাম থেকে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালক্ষ্মী স্কিম পর্যন্ত, প্রতিটি উদ্যোগ প্রতিটি শিশুর জন্য নিরাপদ, মর্য্যাদাপূর্ণ এবং সমঅধিকারভিত্তিক ভবিষ্যতের জন্য একটি সুরক্ষামূলক ঢাল এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে।

প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করে, পোষণ ট্র্যাকার - মন্ত্রকের প্রধান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি ১৪ লাখ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে স্তন্যদানকারী মা, ছয় বছরের নিচের শিশু ও কিশোরী মেয়েদের সঙ্গে নির্বিঘ্নে সংযুক্ত করেছে। এটি ইতিমধ্যেই দেশের ১০.১৪ কোটির বেশি উপভোক্তাদের জন্য একটি শক্তিশালী নিরাপত্তার জাল তৈরি করেছে। এই ডিজিটাল সক্ষমতার পাশাপাশি, পোষণ ভি পড়াই ভি একটি রূপান্তরমূলক প্রাথমিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা উদ্যোগ হিসেবে কাজ করছে, যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শিশু সমন্বিত, উচ্চমানের প্রাথমিক উদ্দীপনা পায় যা সারাজীবনের শিক্ষার ভিত্তি তৈরিকরে।

আমাদের নীতিমালা শুধুমাত্র উদ্দেশ্যই নয়, বরংকর্মকৌশলকেই প্রতিফলিত করে। বাস্তব, স্থায়ী বাজেটীয় প্রতিশ্রুতি এবং লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করে মোদি সরকার স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে আমাদের শিশুদেরবিশেষ করে বাল্য বিবাহের মতো দুর্বলতা থেকেতাদেরসুরক্ষা দেওয়া জাতীয় অগ্রাধিকারের একটিঅংশ। এরজন্যন্যাশনাল মিনস-কাম-মেরিট স্কলারশিপ প্রোগ্রামচালুকরাহয়েছে, যার জন্য শুধুমাত্র ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ১,৮২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এইসিদ্ধান্ত নিশ্চিত করে যে কোনো শিশু দারিদ্র্যের কারণে স্কুল ছেড়ে যাবে না, যা বাল্যবিবাহের একটিঅন্যতম প্রধান কারণ। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালক্ষ্মী প্রকল্পটি তরুণীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেচলেছে।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এই সুরক্ষা জালকে আরও শক্তিশালী করেছে।যুবসমাজকে শিল্প সংশ্লিষ্ট দক্ষতা দিয়ে সাজিয়েতুলেছে এবং তাদের আর্থিক প্রণোদনা ও স্বীকৃত সরকারি সার্টিফিকেশন প্রদান করাহচ্ছে। অনুরূপভাবে, পিএমদক্ষপ্রকল্প ক্ষণজীবী সম্প্রদায়কে, বিশেষত এসসি, ওবিসিএবংইডাব্লিউএসযুবসমাজকে ক্ষমতায়িত করেছে, যারা বাল্যবিবাহের জন্য সবচেয়েবেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তাদের দক্ষতা ও সুযোগ দিয়ে সাজিয়েতুলে, আমরা সমৃদ্ধ ও স্বাধীন জীবনের পথ তৈরি করছি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি।

প্রভাব: বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারতের দিকে আরও কাছাকাছি কয়েক বছর আগে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করার ধারণাটিকেঅত্যন্ত দূরবর্তী এবং বাস্তবের থেকে অনেক দূরের বলেমনে করাহতো। কিন্তু ভারত তা প্রমাণ করেছে। সুস্পষ্ট নীতি, ধারাবাহিক উদ্যোগ, লক্ষ্যভিত্তিক মূল পর্যায়ের প্রচেষ্টা এবং পরিমাপযোগ্য অগ্রগতির মাধ্যমে আমরা সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছি এবং দেখিয়েছি যে পরিবর্তন কেবল সম্ভবই নয়, বরংএটি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েগেছে।

এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনটি হাজার হাজার ছোট এবং বড় দৃঢ় প্রচেষ্টার ফল। আমাদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকারী কর্মকর্তারা (সিএমপিও) এই উদ্যোগের মেরুদণ্ড হিসেবে উদ্ভূত হয়েছেন। শুধুমাত্র গত বছরে, আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৭,০০০-এর বেশি সিএমপিওনিয়োগের মাধ্যমে আমাদের ফ্রন্টলাইনকে শক্তিশালী করেছি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সক্ষম করে তোলা, পঞ্চায়েতকে ক্ষমতায়ন করা এবং জেলা প্রশাসনকে শিশু সুরক্ষা আইন সম্পর্কে জ্ঞানপ্রদানকরে, আমরা নিশ্চিত করছি যে, সবচেয়ে প্রান্তিক পরিবারগুলিও সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, শিশুদের আবার স্কুলে ফেরানো হচ্ছে, এবং সমাজকে বাল্যবিবাহের গুরুতর লঙ্ঘন সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

এপর্যন্ত, আমরা ৬,৩০,০০০-এর বেশি বিদ্যালয়বহির্ভূত মেয়েদের চিহ্নিত করেছি এবং তাদের আবার শ্রেণীকক্ষে ভর্তি করেছি।

নীরবতা থেকে রিপোর্টিং পর্যন্ত, কলঙ্ক থেকে সমর্থন পর্যন্তভারত পরিবর্তনকে বেছে নিচ্ছে। আজ আমরা সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও নিখুঁত, স্বচ্ছ এবং কার্যকরভাবে এই সমস্যার সমাধান করছি। "বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত" পোর্টাল এই অগ্রগতির একটিপ্রতীকএকটি সর্বজনীন, কেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্ম যা দেশজুড়ে চাইল্ড মেরেজ প্রহিবিশন অফিসারদের তথ্যকে একত্রিত করে, মামলা রিপোর্ট করার জন্যকার্যকর ব্যবস্থা প্রদান করে এবং অংশীদার ও নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

প্রথমবারের মতো, একটি বাল্য-বিবাহমুক্ত ভারতের স্বপ্ন একটি একীভূত জাতীয় মিশনে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারত সরকারের প্রতিটি শাখা এবং সমাজের প্রতিটি অংশ একসাথে মিলিত হয়ে সাধারণ উদ্দেশ্য ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে পরিচালিতহয়েআমরা আজ আমাদের শিশুদের সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি বিকশিত ভারতের দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী ও ক্ষমতায়নের ভিত্তি স্থাপন করছি।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াইয়ে ভারত যখন একপ্রকার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেগেছে, তখন আমরা বিশ্বেরসামনে একটি নতুন মডেল উপস্থাপন করছি যে কীভাবে প্রশাসন এবং সম্প্রদায় একসাথে কাজ করে প্রতিটি শিশুকে সুরক্ষা দিতে পারে এবং জরুরি ও নিশ্চিতভাবে বাল্যবিবাহের বিশ্বব্যাপী হুমকির অবসান ঘটাতে পারে। সর্বোপরি, এই শিশুরা হলেন বিকশিত ভারতের মশালবাহক এবং সত্যিকারের"সারথী" যাদের আমরা সকলেই গড়ে তুলতে চাই। (লেখক হলেন ভারতসরকারেরকেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী)।

উত্তর জেলার 'মাই ভারত' এর উদ্যোগে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার 'মাই ভারত' এর উদ্যোগে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এক ইউনিটি মার্চ রেলির আয়োজন করা হয় কদমতলায়। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ র‍্যালিটি কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সমস্ত কদমতলা বাজার পরিক্রমা করে অবশেষে চন্দ্রকলা টাউন হলে মিলিত হয়।

র‍্যালির অগ্রভাগ থেকে শেষ ভাগ অবধি বিভিন্ন স্কুলের প্রায় কয়েক শতাধিক ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। তাছাড়াও এই কর্মসূচিতে সহায়তা করে কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃপক্ষ। সর্বশেষে রেলিটি চন্দ্রকলা টাউনহলে মিলিত হয় হয় এবং এক আলোচনা সভা শুরু হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, জেলা পরিষদের সদস্যা মামনি রায়, পঞ্চায়েত সমিতির অন্যতম সদস্য অঞ্জনা চক্রবর্তী, হাসিম তালুকদার ও জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত নিরঞ্জন নাথ সহ অন্যান্যরা।আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বক্তারা সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

উন্নয়নের দাবিতে কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায় মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে মুঙ্গিয়াকামির তুইকর্মা পরিদর্শনে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ নভেম্বর: কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার উন্নয়নমূলক দাবির প্রেক্ষিতে আজ মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের তুইকর্ম অঞ্চলে পরিদর্শনে আসেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা ও দাবি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে স্থান পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা জানান, তুইকর্মা অঞ্চলে বসবাসরত জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এলাকার উন্নয়নকে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়ে আসছেন। এর মধ্যে প্রধান দাবিগুলি হলো তুইকর্মা থেকে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা পিচঢালাই করা, এলাকায় সুপারি ও ফলগাছের নার্সারি স্থাপন, পানীয়জলের সংকট নিরসন ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধার উন্নয়ন। মন্ত্রী জানান, "এলাকাবাসীর বৈধ দাবি ও সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে আজ সরেজমিনে পরিদর্শনে এসেছি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত কীভাবে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা যায়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার এই পরিদর্শনে এলাকাবাসীর মধ্যে নতুন প্রত্যাশা ও আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER (2nd call)

On behalf of the Governor of Tripura, Sealed Cover Tenders are invited for sale of Un-serviceable Store Article in respect of Equipment Store of Supdt. of Police (Communication) Tripura, Agartala on "AS IS WHERE IS BASIS".
The willing tenderer(s) may collect detail information including 'Terms & Conditions' from the Technical store of the office of the Undersigned, A D Nagar, Agartala on free of cost basis from 01-12-2025 to 08-12-2025 on any working day during office hours on submission of a prayer on plain paper along-with self-attested photocopy of GST Clearance / registration certificate.
ICA/C/ 3129/25

Superintendent of Police (Communication) Tripura: Agartala

কোচিং সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

এতদ্বারা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বসবাসকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যারা অর্থনৈতিক কারণে মানসম্মত কোচিং নিতে সক্ষম নন, তাদের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে "জাগ্রতা উদ্যোগ"-এর আওতায় ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষা, ছত্ত্বওঙ্গ পরীক্ষা ও আর্মি ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর কোচিং-এর
ব্যবস্থা করা হবে।
যোগ্যতা:
১. যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রি লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০ নম্বর পেয়েছেন, তারা
TPSC পরিচালিত পরীক্ষার কোচিং-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।
২. যে সকল ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৬০ নম্বর পেয়েছেন, তারা ছত্ত্ব ওঙ্গ
পরীক্ষার কোচিং ও আর্মি ট্রেনিং-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথি :
ডিগ্রি লেভেল পরীক্ষার মার্কশিট (TPSC কোচিং-এর ক্ষেত্রে) মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিট (SSC GD / আর্মি ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে) প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
আবেদনপত্র জেলা প্রশাসন, দক্ষিণ ত্রিপুরা কার্য্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়াও জাগ্রতা পোর্টাল-এ অনলাইন আবেদন করার জন্য একটি লিংক প্রদান করা হবে।
আবেদন করার শেষ তারিখ: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫
ICA/D-1413/25

(Muhammad Sajad P– IAS)
District Magistrate & Collector South Tripura–Belonia

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-26/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated- 25/11/2025.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD /TTAADC/MES / CPWD /Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl. No.	DNIe-T No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 81/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹ 9,39,843.00	Rs. 18,797.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
2.	DNIe-T No: 82/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹ 9,65,000.00	Rs. 19,300.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 25/11/2025 at 15.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-03/12/2025 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 03/12/2025 at 15.30 hours.
This detailed press notice & bid documents
& bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.
For and on behalf of the Governor of Tripura"
ICA/C/3133/25

(Er. Samir Debbarma)
Executive Engineer
PWD (DWS) Division, Jirania Ranirbazar, West Tripura

PNIe-T No:- 24/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26
e-Tender in Single bid system are invited for the following work:-

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Time & date of Opening ofOnline Bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. 92/EE/DWS/ DIVN/SBM/2025-26	17,10,672.00	34,213.00	Upto 3.00 PM on 03.12.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 Pm on 03.12.2025 if Possible
2	DNIeT No. 93/EE/DWS/ DIVN/SBM/2025-26	13,36,679.00	26,734.00			
3	DNIeT No. 94/EE/DWS/ DIVN/SBM/2025-26	11,42,032.00	22841.00			
4	DNIeT No. 95/EE/DWS/ DIVN/SBM/2025-26	14,14,242.00	28,285.00			
5	DNIeT No. 96/EE/DWS/ DIVN/SBM/2025-26	10,78,981.00	21,580.00			
6	DNIeT No. 97/EE/DWS/ DIVN/SBM/2025-26	14,59,530.00	29,191.00			
7	DNIeT No. 98/EE/DWS/ DIVN/SBM/2025-26	3,94,560.00	7,891.00			
8	DNIeT No. 99/EE/DWS/ DIVN/SBM/2025-26	24,18,230.00	48,365.00			
9	DNIeT No. 100/EE/DWS/ DIVN/SBM/2025-26	23,63,529.00	47,271.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work or https://etenders.gov.in/eprocure/app can be seen on website www.tripuratenders.gov.in https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)

(Er. R. D Barma)
Executive Engineer
DWS Division, Sabroom
South Tripura District

ICA/C-3125/25

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T No: 26/EE/DIV-III/AMC/2025-26 Dated : 24/11/2025

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following Works :

Sl No.	Name of the Wor	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last time and date of Submission
1	DNIeT. 69/EE/Div.III/AMC/ 2025-26	15,50,463.00	31,009.00	90 Days	08/12/2025 at 15.00 Hrs
2	DNIeT. 69/EE/Div.III/AMC/ 2025-26	4,27,917.00	8,558.00	90 Days	
3	DNIeT. 69/EE/Div.III/AMC/ 2025-26	5,75,565.00	11,511.00	90 Days	

Time and date of Opening of Bid, If Possible, 09/12/2025
Bid Forms and other Details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Muncipal Corporation.

গত ২১ নভেম্বর থেকে আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ট্রেড ফেরয়ারের বুধবার সন্ধার একটি দৃশ্য আগরতলায়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শীতকাল মানেই বাঙালির রান্নাঘরে পিঠে-পুলির উৎসব

শীতকাল মানেই বাঙালির রান্নাঘরে পিঠে-পুলির মিষ্টি সুবাস। কনকনে ঠান্ডায় গরম গরম পিঠে খাওয়ার মজাই আলাদা। আর এই পিঠে-পুলির মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় ও সহজলভ্য হল পাটিসাপটা। হালকা নরম পাটিসাপটার ভেতরকার ক্ষীর বা নারকেলের পুর মুখে দিলেই মন ভরে যায়। যদিও মনে হয় এটা বানানো বেশ ঝামেলার কাজ, কিন্তু সঠিক রেসিপি জানা থাকলে বাড়িতে খুব সহজেই তৈরি করা যায় এই ঐতিহ্যবাহী পিঠে। চলুন শিখে নেওয়া যাক কীভাবে অতি সহজে এই সুস্বাদু পাটিসাপটা তৈরি করে আপনিও আপনার শীতের সান্ধ্যকালীন জলখাবারকে আরও মধুময় করে তুলবেন।

পাটিসাপটা রেসিপি

পাটিসাপটা তৈরি করতে প্রধানত দুটি অংশ থাকে। ১) পিঠের ব্যাটার এবং ২) পুর বা ক্ষীর।

ক্ষীর বা পুর তৈরির উপকরণ:

নারকেল কোরা ১ কাপ, গুঁড়ো দুধ ১/২ কাপ (অথবা খোয়া ক্ষীর), গুড় (খেঁজুরের বা আখের) ৩/৪ কাপ (স্বাদমতো কম-বেশি করা যেতে পারে), এলাচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জল বা দুধ ২-৩ টেবিল চামচ।

ক্ষীর তৈরির পদ্ধতি:

একটি প্যানে জল বা সামান্য দুধ দিয়ে গুড় গলিয়ে নিন। গুড় গলে গেলে তাতে নারকেল কোরা যোগ করুন এবং মাঝারি আঁচে ভালোভাবে মেশান। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে গুঁড়ো দুধ এবং এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। পুর যখন কড়াইয়ের গা ছেড়ে আসতে শুরু করবে এবং আঠালো হয়ে যাবে, তখন নামিয়ে ঠান্ডা করুন। এটিই আপনার পাটিসাপটার সুস্বাদু পুর।

পিঠের ব্যাটার তৈরির উপকরণ:

চাল গুঁড়ো (আতপ চালের) ১ কাপ, ময়দা ১/২ কাপ, সুজি ২ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক, নরম করার জন্য), চিনি বা গুড় ৩-৪ টেবিল চামচ (স্বাদমতো), নুন ১ চিমটি, দুধ বা জল প্রয়োজনমতো (ঘনত্ব তৈরির জন্য), তেল বা ঘি সামান্য (সেঁকার জন্য)।

ব্যাটার তৈরির পদ্ধতি:

একটি বড় পাত্রে চালের গুঁড়ো, ময়দা, সুজি, চিনি/গুড় এবং নুন একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার ধীরে ধীরে দুধ বা জল যোগ করুন এবং ভালোভাবে মেশাতে থাকুন, যাতে কোনও দানা বা ডেলা না থাকে। ব্যাটারটি খুব বেশি ঘন বা একদম পাতলা হবে না। ঠিক ধোসার ব্যাটারের মতো মসৃণ এবং পাতলা হওয়া দরকার। ব্যাটারটি তৈরি করার পর কমপক্ষে ২০-৩০ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখুন। এতে সুজি ও চালের গুঁড়ো নরম হবে এবং পিঠে নরম হবে।

পাটিসাপটা তৈরি:

একটি নন-স্টিক তাওয়া বা কড়াই গরম করুন এবং তাতে সামান্য তেল বা ঘি ব্রাশ করে নিন। মাঝারি আঁচে একটি হাতা দিয়ে ব্যাটার নিয়ে তাওয়ার মাঝখানে ঢেলে দিন এবং হাতাটি ঘুরিয়ে ব্যাটারটি গোল ও পাতলা আকারে ছড়িয়ে দিন। মিনিটখানেক পর যখন পিঠের উপরের অংশটি শুকিয়ে আসবে, তখন তৈরি করে রাখা নারকেলের পুর লম্বা করে এক পাশে দিয়ে দিন। এবার আলতো হাতে পিঠেটিকে সাবধানে ভাঁজ করে রোলের মতো তৈরি করে নিন। পিঠের সব দিক হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত সেঁকে নিন। তা হলেই তৈরি টেস্টি পাটিসাপটা।

শীতে আইসক্রিম খাওয়া ভাল না মন্দ

অনেকেই মনে করেন, ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঠান্ডা খাবার খেলে সর্দি-কাশি বাড়ে। এই ধারণা কি সত্যি? শীতকালে আইসক্রিম খাওয়া কি স্বাস্থ্যের জন্য সত্যিই ক্ষতিকর, নাকি এটি শুধুই একটি প্রচলিত ধারণা? চলুন, জেনে নেওয়া যাক বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে কী বলছেন।

বছরের অন্য সময়ের তুলনায় শীতকালে আইসক্রিম খাওয়ার চল কিছুটা কম। কিন্তু অনেকের কাছেই এটি একটি অলিখিত নিয়ম যতই ঠান্ডা পড়ুক, আইসক্রিম চাই-ই চাই। তবে অনেকেই মনে করেন, ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঠান্ডা খাবার খেলে সর্দি-কাশি বাড়ে। এই ধারণা কি সত্যি? শীতকালে আইসক্রিম খাওয়া কি স্বাস্থ্যের জন্য সত্যিই ক্ষতিকর, নাকি এটি শুধুই একটি প্রচলিত ধারণা? চলুন, জেনে নেওয়া যাক বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে কী বলছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইসক্রিম খাওয়া নিয়ে প্রচলিত ধারণাটি আংশিক সত্য। আইসক্রিম নিজে থেকেই সর্দি-কাশির কারণ নয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে এটি উপসর্গ বাড়িয়ে দিতে পারে।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: ঠান্ডা খাবার পেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত সেই খাবারকে উষ্ণ করে তোলে। ফলে আইসক্রিম খেলে আপনার ভেতরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে কমে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই।

সরাসরি কারণ নয়:

সর্দি বা ফ্লু হয় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার কারণে, ঠান্ডা খাবারের কারণে নয়। তাই সুস্থ অবস্থায় আইসক্রিম খেলে অসুস্থ হওয়ার ভয় নেই।

মন ভাল করা খাবার:

আইসক্রিম একটি 'কমফোর্ট ফুড' যা স্ট্রেস কমায় এবং মেজাজ ফুরফুরে রাখে। তাই যে মরসুমই হোক না কেন অনেকে এটি খাওয়া পছন্দ করেন।

গলায় অস্বস্তি:

যদি কারও গলায় ইতিমধ্যে ব্যথা হয় বা সংবেদনশীল থাকে, তবে খুব ঠান্ডা খাবার সেই অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। ঠান্ডা গলার টিস্যুকে উত্তেজিত করে।

কফ জমে থাকলে:

যাঁদের অ্যাজমা বা কফের প্রবণতা আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে ঠান্ডা খাবার বা মিষ্টিজাতীয় খাবার সাময়িকভাবে কফ বা শ্লেষ্মা উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে পারে।

আর্দ্রতার অভাব:

শীতকালে আইসক্রিম খাওয়ার পরে তাৎক্ষণিক আরাম পেলেও, এটি মুখ ও গলার ভেতরের অংশকে শুষ্ক করে দিতে পারে, যা ঠান্ডা লাগার প্রবণতা বাড়ায়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, একজন সুস্থ মানুষের জন্য শীতকালে পরিমিত পরিমাণে আইসক্রিম খাওয়া নিরাপদ। কিন্তু যদি আপনার সর্দি, কাশি বা গলা ব্যথার মতো কোনও উপসর্গ থাকে, তবে সেই সময় আইসক্রিম এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

শীতে আইসক্রিম খাওয়ার টিপস:

পরিমিত খান: সপ্তাহে ১ থেকে ২ বারের বেশি না খাওয়াই ভাল।

দ্রুত খাবেন না: আইসক্রিম ধীরে ধীরে এবং ছোট চামচে খান, যাতে এটি আপনার মুখ ও গলায় হঠাৎ ঠান্ডা প্রভাব না ফেলে।

সুস্থ থাকাকালীন খান: অসুস্থ বা গলায় অস্বস্তি থাকলে এটি এড়িয়ে চলুন।

জল পান: আইসক্রিম খাওয়ার পর হালকা গরম জল বা উষ্ণ গরম দুধ পান করুন। এতে মুখের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হবে।

শীতে স্নানের সঠিক উপায় কি গরম জল না ঠাণ্ডা জল

শীতকালে স্নান করার কথা উঠলেই যেন মনে কাঁপুনি ধরে যায়। তীব্র ঠান্ডা থেকে বাঁচতে অনেকেই ভরসা রাখেন গরম জলের স্নানের উপর। আবার অনেকে সারা বছর ঠান্ডা জলের স্নান করেই অভ্যস্ত। কিন্তু স্বাস্থ্য, ত্বক ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর এই দুই ধরনের স্নানের প্রভাব কি এক? বিশেষজ্ঞদের মতে, উভয় স্নানেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং ঝুঁকি। এই দ্বিধার নিরসন করতে এবং শীতে আপনার শরীরের জন্য সেরা স্নান কোনটি তা বেছে নিতে, চলুন জেনে নেওয়া যাক ঠান্ডা ও গরম জলের স্নানের প্রভাবগুলি।

গরম জলে স্নানের ক্ষেত্রে ১) পেশি শিথিলতা— উষ্ণ জল পেশি ও স্নায়ুকে আরাম দেয়, ক্লান্তি ও গাঁটের ব্যথা কমায়। পাশাপাশি এটি ভাল ঘুমের সহায়ক। ২) রক্তনালী প্রসারিত হওয়া— অতিরিক্ত গরম জল রক্তনালীকে প্রসারিত করে, যা কিছুক্ষণের জন্য মাথাব্যথা বা দুর্বলতার কারণ হতে পারে। ৩) ছিদ্র খোলা— গরম জল ত্বকের ছিদ্রগুলিকে খুলে দেয়, যা গভীর থেকে ময়লা ও তেল পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ৪) শুষ্কতা বৃদ্ধি— অত্যধিক গরম জল ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট করে দেয়। এতে ত্বক ও মাথার ত্বক শুষ্ক, খসখসে ও সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। খুশকির সমস্যাও বাড়তে পারে। ৫) সর্দি-কাশি থেকে স্বস্তি— গরম জলের বাষ্প সর্দি ও কাশির উ পসর্গগুলি কমাতে সাহায্য করে।সরাসরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তেমন ভূমিকা নেই। ঠান্ডা জলে স্নানের ক্ষেত্রে ১) রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি— ঠান্ডা জলের সংস্পর্শে শরীর নিজের তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য হৃৎপিণ্ডের গতি ও রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দেয়, যা শরীরকে চাঙ্গা করে তোলে। ২) হাইপোথার্মিয়ার ঝুঁকি যারা সর্দি-কাশির সমস্যায় ভুগছেন বা যাদের কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য তীব্র ঠান্ডা জল ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ৩) তেল ধরে রাখা— ঠান্ডা জল ত্বকের ছিদ্র ও চুলের কিউটিকল বন্ধ করে দেয়, ফলে ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ও তেল বজায় থাকে। ত্বক থাকে কম শুষ্ক ও চুল হয় ঝলমলে।প্রাথমিক পর্যায়ে ত্বকে সামান্য অস্বস্তি বা লালচে ভাব আসতে পারে।

৪) ইমিউনিটি বুস্ট— ঠান্ডা জল শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়াতে পারে বলে গবেষণায় জানা গেছে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।সরাসরি সর্দি-কাশির সময় ঠান্ডা জল ব্যবহার করলে অবস্থার অবনতি হতে পারে।

তা হলে সেরা সমাধান কোনটি? বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে ঈষদুষ্ণ বা হালকা গরম জল দিয়ে স্নান করা সবচেয়ে নিরাপদ ও উপকারী। এটি গরম জলের আরাম দেয়, কিন্তু অতিরিক্ত উষ্ণতার ক্ষতিকর দিকগুলো এড়ানো যায়। তবে, যদি আপনি ঠান্ডা জলের উপকারিতা পেতে চান, তবে কনট্রাস্ট শাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। প্রথমে হালকা গরম জল দিয়ে স্নান শুরু করুন এবং শেষে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ডের জন্য ঠান্ডা জল ব্যবহার করুন। এতে উষ্ণতার আরাম ও শীতলতার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি দুটোরই ফায়দা পাওয়া যেতে পারে।

নিজের শরীরের চাহিদা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে স্নানের জল নির্বাচন করা উচিত। ত্বকের শুষ্কতা কমাতে চাইলে ঠান্ডা বা হালকা গরম জলের স্নানই শ্রেয়। অন্যদিকে, পেশির ব্যথা কমাতে গরম জলই বেশি কার্যকর। তবে মাথায় রাখবেন, কোনও অবস্থাতেই যেন জলের তাপমাত্রা অত্যধিক গরম না হয়। শীতকালে সুস্থ থাকতে সঠিক তাপমাত্রা বজায় রেখে স্নান করুন এবং স্নানের পরই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে ত্বককে আর্দ্র রাখুন।

পা ফাটা দূর করার উপায়

পা পরিষ্কার রাখুন— সারা দিনে আমাদের পায়ে জমা হয় অনেক ধুলাবালু ও জীবাণু। দিন শেষে কুসুম গরম পানিতে পা ধুয়ে নিলে আরাম ও উপকারদুই-ই পাবেন। দূর হবে পায়ে জমে থাকা ধুলাময়লা ও ব্যাকটেরিয়া। সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন লবণ মেশানো গরম পানিতে ১০-১৫ মিনিট পা ভিজিয়ে রাখলে পায়ের গোড়ালির মৃত ত্বক নরম হয়ে আসে। এতে স্ক্রাব করাও সহজ হয়।

স্ক্রাব করুন— হেমন্ত বা শীতের শুষ্ক বাতাস ত্বকের আর্দ্রতা কেড়ে নেয়। গোসলের সময় ঝামা বা ফুট স্ক্রাবার দিয়ে গোড়ালি হালকা ঘষে নিলে জমে থাকা রুক্ষ চামড়া উঠে যায়। ময়েশ্চারাইজার দিন— শুষ্ক আবহাওয়ায় দিনে পায়ে অন্তত দুবার ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। রাতে ঘুমানোর আগে পায়ে খুব ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজার লাগানো উচিত। ভারী ময়েশ্চারাইজার বা পেট্রোলিয়াম জেলি শীতের জন্য আদর্শ। ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার পর পায়ে মোজা পরে নিলে আর্দ্রতা সারা রাত আটকে থাকবে। গোড়ালিও হবে নরম।

কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি— কয়েক দিন পরপর রাতে ঘুমানোর আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ও লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে পায়ে ভালোভাবে লাগিয়ে নিন। গোড়ালি নরম থাকবে।

পায়ের ত্বকের শুষ্কতা কমাতে নারকেল তেল কার্যকর। তেল হালকা গরম করে পা ও গোড়ালিতে মাখলে পা ফাটা দূর হবে। সামান্য মধু নিয়ে পায়ে ভালোভাবে লাগান। ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। পায়ের ত্বক নরম থাকবে। মাঝেমধ্যে পায়ে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন। বেশ আরাম। সমপরিমাণ পেট্রোলিয়াম জেলি ও গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। প্রতিদিন লাগালে পা ফাটা অনেকটা কমে যাবে। গোড়ালি যদি এতটাই ফেটে যায় যে ব্যথা বা রক্তপাত হতে থাকে, তাহলে যেকোনো ধরনের ঘরোয়া প্যাক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। এ সময় গোড়ালিতে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ব্যবহার করা উচিত। তারপরও অবস্থার উন্নতি না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ঠান্ডায় মন-শরীর কেন ধীর হয়ে যায়

শীতকালের ওয়েলনেস মানে শুধু গরম কাপড় নয়, বরং শরীর, মন ও দৈনন্দিন রুটিনের সব দিকের যত্ন। হালকা ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর পানীয়, স্কিন---বডি কেয়ার, ভাল ঘুম আর মানসিক শান্তিএইসব মিলেই শীতের দিনগুলো হয়ে ওঠে আরও আরামদায়ক, উষ্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ।

১. সকালে হালকা স্ট্রেচ, শরীর চাঙ্গা রাখে

শীতে ঘুম ভাঙা কঠিন। তাই হালকা স্ট্রেচ, হালকা যোগ ব্যায়াম, শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন দিয়ে দিন শুরু করা ভাল। শরীরে রক্তসঞ্চালন বাড়ে, মনও সতেজ থাকে।

২. সূর্যের আলো-ন্যাচারাল এনার্জি বুস্টার

শীতে কম পাওয়া যায় রোদ। কিন্তু সকালে ১০---১৫ মিনিট সূর্য্য আলো শরীরে ভিটামিন---ডি বাড়ায়, হাড় ও মুড দুটিই ভাল রাখে। এটি শীতের অন্যতম জরুরি ওয়েলনেস রুটিন।

৩. হার্বাল চা বা হট ডিটক্স — সারা দিন মন—শরীর গরম রাখে

তুলসী, আদা, লেবু, দারুচিনি বা মধু মেশানো গরম পানীয় শরীর উষ্ণ রাখতে ও হজম ভালো রাখতে সাহায্য করে। ৪. আরামদায়ক স্কিন—বডি কেয়ার শীতের রুক্ষ আবহাওয়ায় ত্বক দ্রুত শুকিয়ে যায়। তাই শাওয়ারের পর বডি অয়েল, শিয়া বাটার লোশন বা নরম ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা শীতের ওয়েলনেসেরই অংশ। ৫. অ্যারোমাথেরাপি-মুড ভাল রাখার ছোট্ট কৌশল ল্যাভেন্ডার বা— ইউক্যালিপ্টাস— অয়েল দিয়ে ঘর সাজানো বা ডিফিউজার ব্যবহার করলে ঘুম ভাল হয়, স্ট্রেস কমে। ৬. সেল্ফ—টাইম-বই পড়া বা নরম মিউজিক শীতে মন ধীর হয়ে যায়-এ সময় নিজের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক স্বাস্থ্যকে শক্ত করে। বই, নরম গান, জার্নাল লেখা- সবই মাইন্ড---ক্যাল্মিং রিচুয়াল। ৭. গরম, পুষ্টিকর স্যুপ --- শীতের সুস্থতার চাবিকাঠি সবজি, মাশরুম, চিকেন বা ডাল — স্যুপ শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়। এটি শীতের ওয়েলনেস ডায়েটের জনপ্রিয় অংশ। ৮. গরম জলে পা ডোবানো (ফুট-সোক)

দিনের শেষে হালকা গরম জলে লবণ দিয়ে পা ডোবালে স্ট্রেস কমে, ঘুম ভাল হয় এবং শীতের ক্লান্তি কেটে যায়।

৯. ঘরের আর্দ্রতা ধরে রাখা— শীতকালে ঘরের হাওয়া খুব শুকনো হয়ে যায়, ফলে ত্বক ও নাকে জ্বালা বাড়ে। তাই ঘরে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা বা জল রাখা --- এই ছোট রিচুয়ালটিও খুব কার্যকর। শীতকালের ওয়েলনেস মানে শুধু গরম কাপড় নয়, বরং শরীর, মন ও দৈনন্দিন রুটিনের সব দিকের যত্ন। হালকা ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর পানীয়, স্কিন---বডি কেয়ার, ভাল ঘুম আর মানসিক শান্তিএইসব মিলেই শীতের দিনগুলো হয়ে ওঠে আরও আরামদায়ক, উষ্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ।

শীত এলেই বদলে যায় পানীয়ের পছন্দ

শীতের দিনে গরম পানীয় শুধু শরীরে তাপ দেয় না, মনও গরম করে। মুড লিফ থেকে ইমিউনিটি হট ড্রিঙ্কস শীতে যেন জীবনযাত্রারই এক অংশ। তাই কফি হোক বা চা, হট চকোলেট হোক বা মশলা চা এই সমস্ত পানীয় শীতের সময়কে করে তোলে আরও আরামদায়ক। শীত পড়লেই যেন হাতে গরম চায়ের কাপ চাই-ই চাই! ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় কফি, চা, হট চকোলেট, মশলা চা এর চাহিদা। শুধু আরাম নয়, এই পানীয়গুলো শীতে শরীরকে উষ্ণ রাখে, মুড ভাল করে এবং দিনের রুটিনেও এনে দেয় এক বিশেষ রিল্যাক্সিং অনুভূতি। ঠিক এই কারণেই প্রতি বছর শীত এলেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ক্যাফে সব জায়গায় ট্রেন্ড করে উইন্টার হট ড্রিঙ্কস কালচার। ১. 'মশলা চা' শীতের চিরচেনা আরাম আদা, দারুচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ এগুলো মিশিয়ে বানানো মশলা চা শীতে শরীর গরম রাখে। শীতের সকাল মানেই অনেকের কাছে এক কাপ গরম, মশলাদার চায়ের স্বাদ।

২. দারুচিনি-কফি, নতুন প্রিয় ট্রেন্ড ক্লাসিক কফিতে দারুচিনির টুকরো যোগ করলে তৈরি হয় বিশেষ ফ্লেভার। শীতের সন্ধ্যায় এই স্পাইসি কফি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। ৩. হট চকোলেট, উইন্টার কমফর্ট ড্রিঙ্ক কোকো, দুধ, সামান্য ভ্যানিলা এই পানীয় শুধু বাচ্চাদের নয়, বড়দেরও প্রিয়। শীতের রাতে বই পড়তে পড়তে বা সিনেমা দেখতে দেখতে হট চকোলেট যেন মুড সেট করে দেয়। ৪. গুড়-মিল্ক, হিট উইন্টার ড্রিঙ্ক নলেন গুড় বা খেজুরের গুড়ের দুধ শীতে দারুণ জনপ্রিয়। এটি শরীর উষ্ণ রাখে, হজম ভাল করে এবং হালকা মিষ্টি স্বাদে দেয় অন্য মাত্রা। ৫. আদা---লেবু---মধু ড্রিঙ্ক, শীতকালের ডিটক্স ট্রেন্ড

গরম জলে আদা ও লেবুর সঙ্গে মধু মিশিয়ে বানানো এই পানীয় শরীরকে আরাম দেয়, ঠান্ডার কাশি কমাতে সাহায্য করে এবং ইমিউনিটি বাড়ায়।

৬. গ্রিন টি-র 'উইন্টার ভ্যারিয়েশন' পেপারমিন্ট গ্রিন টি, জ্যাসমিন-গ্রিন টি, লেমন ব্ল্যাকটিএই সব সুগন্ধি চা শীতে মন—মেজাজ ফুরফুরে রাখে।

৭. নাট-মিল্ক ড্রিঙ্কস বাদাম, কাজু বা আখরোট ব্লেন্ড করে বানানো হট নাট মিল্ক এই বছর ট্রেন্ডিংয়ে। শরীরে উষ্ণতা দেয় এবং পেটও ভরিয়ে রাখে। ৮. ক্যাফে কালচারে বিশেষ 'উইন্টার মেনু' শীত এলেই প্রায় সব কফিশপে আসে বিশেষ মেনু। পাম্পকিন স্পাইস লাটে, ক্যারামেল হট কফি, ওয়ালনাট কফি, স্পাইসি এসপ্রেসো, যা শহরের তরুণদের দারুণ আকর্ষণ করে। ৯. হোম ব্রিউইং, নতুন অভ্যাস অনেকে বাড়িতেই বানাচ্ছেন নিজের মতো করে কফি বা চা। ফ্রেঞ্চ প্রেস, ড্রিপ কফি, তেঁতুল—চা সব মিলিয়ে শীতে হোম ব্রিউইং হয়ে উঠেছে বিশেষ ট্রেন্ড। শীতের দিনে গরম পানীয় শুধু শরীরে তাপ দেয় না, মনও গরম করে। মুড লিফ থেকে ইমিউনিটি হট ড্রিঙ্কস শীতে যেন জীবনযাত্রারই এক অংশ। তাই কফি হোক বা চা, হট চকোলেট হোক বা মশলা চা এই সমস্ত পানীয় শীতের সময়কে করে তোলে আরও আরামদায়ক।

ডিমেরনতুন পদ কোফতা

ডিম কমবেশি সবাই পছন্দ করে। আর ডিম হল এমন একটা জিনিস, যা কিনা চটজলদি রান্না হয়ে যায়। তবে রোজ একই রকমে ডিমের কারি না খেয়ে ট্রাই করতে পারেন ডিমের এই নতুন পদ। মা-ঠাকুমার রান্নাঘর থেকে এবার রইল ডিমের কুসুম কোফতার রেসিপি। যা যা লাগবে— ৮ টি ডিম, ৪ টুকরো পাউরুটি, ৩ টে টমাটো, ৩ টে বড় পেঁয়াজকুচি, ১ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, ১ চামচ গরমমশালা, ১ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, কয়েকটি কাঁচালঙ্কা কুচি, ১ কাপ ধনে পাতা কুচি, ১ চিমটে নুন ও ১ চামচ মাখন এভাবে তৈরি করুন— প্রথমে ডিম ৬ টি সেদ্ধ করে নিন। ২ টি কাঁচা ডিম আলাদা করে রাখুন। তারপর পাউরুটি টুকরো টুকরো করে জলে ভিজিয়ে জলটি ঝরিয়ে ফেলুন। এবার ডিমগুলো আধখানা করে তার কুসুমগুলো আলাদা একটি পাত্রে রাখুন। তারপর পাউরুটি মাখন ও নুন ডিমের কুসুমের সঙ্গে মিশিয়ে রাখুন। তার ভিতর লঙ্কাকুচি, পেঁয়াজকুচি মেখে ডিমের সাদা অংশ দিন। এবার তার তলায় তেল মাখিয়ে তা ওভেনের উপর রাখুন। এবার তার মধ্যে কুসুম ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ বেক করুন। তারপর নামিয়ে তার মধ্যে গরমমশালা, ধনেপাতা, পেঁয়াজকুচি মিশিয়ে পরিবেশন করুন।

এসআইআরের বিরুদ্ধে বুধবার আগরতলায় তৃণমূল সমর্থকরা এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেন।

২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার ১৭তম বার্ষিকী: শহীদদের শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী ও নিরাপত্তা বাহিনী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : ভারতের ইতিহাসের একটি কালো দিন , ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার বার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশকে রক্ষা করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা সাহসী সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'দেশ আজ সেই মহান আত্মত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।' তিনি প্রতিটি নাগরিককে আহ্বান জানান, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে চলার এবং একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারানো সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ শুধু এক দেশের জন্য নয়, এটি গোটা মানবজাতির জন্য অভিশাপ।' তিনি আরও বলেন, সরকারের সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহিষ্ণুতা নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, 'বিশ্বের সমস্ত দেশ ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানকে প্রশংসা করছে এবং সমর্থন দিচ্ছে।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আজ ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারানো সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর দুর্দান্ত সাহসিকতার প্রশংসা করেন, যারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অবিচল থেকে লড়াই করেছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'বাহিনীর আত্মত্যাগ দেশের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে আরও শক্তি যোগাচ্ছে।'

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর, মুম্বইয়ের তাজ প্যালেস হোটেলের গম্বুজের দৃশ্য, আগুন ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশের বিরুদ্ধে, সেই রাতের সবচেয়ে স্মরণীয় ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছিলযা ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই এবং জাতির অসীম সাহসের নতুন অধ্যায় তৈরি করেছিল।

তাজ প্যালেস এবং ওবেরয় গ্রুপের মালিকানাধীন ট্রাইডেন্ট হোটেল, দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসীদের হামলার। তাজ হোটেলের ভেতরে একের পর এক গুলি চালানো হয়, প্রথমে টিফিন রেস্টুরেন্টে এবং পরে কান্দাহার রেস্টুরেন্টে, যা অনেক মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলে। সন্ত্রাসীরা গ্রেনেড ছুড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়, ফলে অনেক অতিথি, সহ বিদেশি নাগরিকরা, আটকাপড়েন। অল্প সময়ের মধ্যে হোটেলটি এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী পরিস্থিতিতে পরিণত হয়।

তবে তাজের হোটেল কর্মীদের অসীম সাহস এবং সংকল্পই অনেক অতিথিকে জীবন রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল। জরুরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীরা অতিথিদের নিরাপদে উদ্ধার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন এক্সিকিউটিভ শেফ হেমন্ত ওবেরয়সহ অন্যান্য কর্মীরা সাহসিকতার সঙ্গে উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নেন।

শহরের অন্যান্য জায়গাতেও হামলার ঘটনা ঘটে। চ্যাটারপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস স্টেশনে সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়ে ৫৮ জনকে হত্যা এবং ১০৪ জনকে আহত করে। পরে তাজ ও ট্রাইডেন্ট হোটেল, কামা হাসপাতাল, আলব্লেস হাসপাতাল, লিওপোল্ড ক্যাফে ও বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণের খবর আসে। যুদ্ধের মতো এই হামলায়, শুধু সন্ত্রাসীরা নয়, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও প্রাণ হারান। শহীদ হন পুলিশ কর্মকর্তা হেমন্ত কারকরে, আশোক কামটে এবং বিজয় সালসাকার, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষায় লড়েছিলেন।

একটি মানবিক মুহূর্তও ছিল নারীমণি হাউসে (চাবাদ সেন্টার), যেখানে ভারতের নানী সান্দ্রা স্যামুয়েল দুটি বছরের শিশু মোশে হোল্টজবার্গকে রক্ষা করেন। যখন সন্ত্রাসীরা সেখানে প্রবেশ করে রাবি গ্যাব্রিয়েল হোল্টজবার্গ, তার স্ত্রী রিভকা এবং অন্যদের বন্দি করে, সান্দ্রা দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখান এবং শিশুটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। তার সাহসিকতার কারণে মোশে বেঁচে যান এবং পরে তার পরিবারে ফিরে যান।

মুম্বইয়ে সেদিনের হামলায় মোট ১৬৬ জন নিহত এবং ৩০০ জনেরও বেশি আহত হন। পাকিস্তান থেকে পরিকল্পিত এই হামলার ক্ষত এখনও বয়ে চলছে।

মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে শহীদদের স্মরণে একত্রিত হন নাগরিকরা। ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড 'নেভার এভার' স্মরণে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় শহীদদের সম্মান জানান।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশ শহীদ স্মৃতি স্মারকে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "আমি ভারত মাতার বীর সন্তানদের ও নিরীহ নাগরিকদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যারা ২৬/১১ মুম্বই হামলায় নিহত হয়েছেন। তাদের সাহস ও ত্যাগ চিরকাল আমাদের স্মৃতিতে থাকবে।"

ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী ও শিব সেনা প্রধান একনাথ শিন্ডে বলেন, "আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর শহীদদেরপুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদেরযারা নিজের জীবন বিপন্ন করে ২৬/১১ মুম্বই হামলায় অনেক নিরীহ নাগরিকের জীবন রক্ষা করেছেন।"

এনসিপি সভাপতি অজিত পাওয়ার শহীদ স্মৃতি স্মারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলায় আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সাহসিকতা চিরকাল স্মরণীয় থাকবে। তারা নিজের জীবন ত্যাগ করে দেশ এবং সাধারণ নাগরিকদের রক্ষা করেছেন।"

মুম্বই পুলিশ কমিশনার দেবেন ভার্তি বলেন, "তারা আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মুম্বইকে আবার দাঁড় করিয়েছিল। মুম্বইয়ের অন্ধকারতম সময়ে তাদের সাহস সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক পোস্টে ২৬/১১ হামলার শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি লেখেন, "২০০৮ সালের আজকের দিনেই মুম্বইতে সন্ত্রাসীরা কাপুরুষের মতো হামলা চালায়। আমি তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যারা প্রাণ হারিয়েছেন এবং তাদের পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি।" তিনি আরও বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ কেবল একটি দেশের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য একটি অভিশাপ। মোদি সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী শূন্য সহনশীলতার নীতি পৃথিবীজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে এবং ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে।'ভারতের ইতিহাসের একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত, ২৬/১১ মুম্বই হামলার দিনের শহীদদের ত্যাগ ও সাহস চিরকাল স্মরণীয় থাকবে।

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বললেন, ভারতের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সংবিধানের মূল মূল্যবোধে যুবকদের যুক্ত করা জরুরি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা মঙ্গলবার রাজস্থানের মণীপাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবিধান দিবসের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, "ভারতের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে সংবিধানের মূল মূল্যবোধে যুবকদের যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।' তিনি বলেন, সংবিধান শুধুমাত্র একটি আইনি দলিল নয়, এটি ভারতের জাতীয় চরিত্রের এক দিশারি, যা ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিড়লা যুবকদের প্রতি আহ্বান জানান যে, তারা এই মূল্যবোধগুলোকে বুঝুক এবং তাদের আচরণে প্রতিফলিত করুক। "জ্ঞান করুন সংবিধান' মতো উদ্যোগগুলো সময়োপযোগী এবং প্রয়োজনীয়,' বলেন স্পিকার। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভারতের বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে বিভিন্ন রাজ্য ও দেশের ছাত্ররা একসঙ্গে পড়াশোনা করছে। এই বৈচিত্র্যকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্পিকার উল্লেখ করেন যে, সংসদ বর্তমানে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে সংবিধানের অধ্যয়নকে আরও গভীরভাবে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে। 'যতদিন না নতুন প্রজন্ম তাদের ঐতিহ্য এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বুঝতে পারবে, ততদিন ভারতের ভবিষ্যত শক্তিশালী হবে, ' তিনি বলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উদ্ভাবন এবং গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আহ্বানও জানান।

বিরলা বলেন, সংবিধান প্রণয়ন ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম এবং পরে জাতি গঠনের চ্যালেঞ্জগুলো, বিশেষত রাজকীয় রাজ্যগুলোর একীকরণ এবং সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত ভিন্নতার সমন্বয়ের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ড. বি.আর. আম্বেডকর, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার প্যাটেল, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং সংবিধান সভার অন্যান্য সদস্যরা তিন বছর ধরে আলোচনা করে এমন একটি সংবিধান তৈরি করেছিলেন, যা সমস্ত নাগরিকের জন্য ন্যায় এবং অধিকার নিশ্চিত করে।

স্পিকার আরও বলেন, ভারতের যুবকরা — যারা জ্ঞান, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে সুসজ্জিত — আগামী দিনে দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। তিনি বলেন, তরুণ ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং উদীয়মান প্রযুক্তি বিষয়ক বৈশ্বিক ইস্যুগুলোর জন্য অবদান রাখছে। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ছাত্রদের মধ্যে সংবিধান মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রতিটি সংবিধান পৃষ্ঠা জাতির আত্মাকে প্রতিফলিত করে: উপ-রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: উপ-রাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন বুধবার সংসদে সাম্বিধান সদনে সংবিধান দিবসের ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "সংবিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমাদের জাতির আত্মা প্রতিফলিত হয়।"

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খড়্গে, রাহুল গান্ধী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রাধাকৃষ্ণন তার বক্তৃতায় সংবিধানকে "কোটি কোটি মানুষের সংগ্রাম, ত্যাগ এবং স্বপ্নের সঞ্চয়" হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি ড. বি.আর. আম্বেদকর, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, এন. গোপালস্বামী আয়্যঙ্গার, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়্যর, দুর্গাবাই দেশমুখ সহ সংবিধান নির্মাতাদের অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং তাদের কাজকে ভারতের বৃহত্তম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, "সংবিধান বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, ত্যাগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নির্মিত হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের সংবিধানের আত্মা প্রমাণ করেছে যে ভারত এক এবং চিরকাল এক থাকবে।"

দেশের অগ্রগতির পর্যালোচনা করে তিনি বলেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং শীঘ্রই তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে পরিগণিত হবে। তিনি উল্লেখ করেন, গত দশকে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে থেকে উপরে উঠেছে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১০০ কোটি নাগরিককে সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণন বলেন, "এ বছর আমরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ভগবান বিষ্ণু মুণ্ডা, এবং জাতীয় সংগীত "বন্দে মাতরম" এর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামীদের কষ্ট ও ত্যাগ আজও প্রেরণা দেয় এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকেও তা অনুপ্রাণিত করবে।"

তিনি উল্লেখ করেন, ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাস প্রাচীন এবং দেশের বিভিন্ন অংশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন বৈশালী এবং চোল যুগের "কুদাভোলাই" পদ্ধতি। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রের টিকে থাকার জন্য জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

জম্মু-কাশ্মীরের পরবর্তী নির্বাচনের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "বড় সংখ্যক ভোটার উপস্থিতি তাদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা দেখিয়েছে।" বিহারের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মহিলাদের উচ্চ অংশগ্রহণের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, ''সংবিধানে মহিলাদের অবদানকে সম্মানিত করতে ''নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম" একটি উপযুক্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য।" তিনি মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসনের সংরক্ষণ সম্পর্কে কথা বলেন।তার ভাষ্য অনুযায়ী, সংবিধান সামাজিক ন্যায়ের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে, বিশেষত পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য। তিনি বলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ "প্রতিটি নাগরিককে তার যথাযথ স্থান প্রদান করে, তা সে যে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, অঞ্চল বা ধর্মীয় পরিচয়ে থাকুক না কেন।" নির্বাচনী, বিচারিক এবং আর্থিক খাতে সংস্কারের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জিএসটি এবং জেএএম (জনধন-আধার-মোবাইল) সিস্টেমের মতো নীতিগুলি শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে কল্যাণমূলক স্কিম সরাসরি উপকারীদের কাছে পৌঁছেছে, যার ফলে মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা কমেছে।

শেষে, রাধাকৃষ্ণন দেশের নাগরিকদের এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীলতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, "কোনো দেশই জনগণের অবদান ছাড়া মহান হতে পারে না।" তিনি বলেন, "সংবিধানকে শ্রদ্ধা জানানোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল এর মূল্যবোধে চলা।"

তেলেঙ্গানায় আগামী মাসে থ্রী-ফেজ পঞ্চায়েত নির্বাচন সূচি ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : তেলেঙ্গানা রাজ্য নির্বাচন কমিশন আগামী মাসে থ্রী-ফেজ পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য নির্বাচন সূচি ঘোষণা করেছে। আগামী ১১, ১৪, এবং ১৭ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এবং প্রতিটি পর্যায়ে ভোটগ্রহণের দিনই গণনা করা হবে। নির্বাচনটি হবে দলবিহীন ভিত্তিতে। গতকাল রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রানি কুমুদিনী জানিয়েছেন যে, আগামীকাল থেকে দলবিহীন ভিত্তিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে। তেলেঙ্গানায় মোট ১২ হাজার ৭২৮টি সারপঞ্চ পদের পাশাপাশি ১ লাখ ১২ হাজার ২৪২টি ওয়ার্ড পদের জন্য ভোট গ্রহণ হবে ৩১টি জেলার মধ্যে।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, প্রথম পর্যায়ে ৪ হাজার ২৩৬টি পঞ্চায়েতের জন্য ভোটগ্রহণ হবে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪ হাজার ৩৩৩টি পঞ্চায়েতের ভোট নেওয়া হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ৪ হাজার ১৫৯টি পঞ্চায়েতের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও জানান, এই পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। আমাদের প্রতিনিধি জানান, প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ ভোটার এক লাখেরও বেশি ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। কমিশনার আরও জানান, একটি টোল-ফ্রি নম্বর ৯২৪০০২১৪৫৬ চালু করা হয়েছে, এবং অভিযোগ নিবন্ধনের জন্য একটি গ্রিভান্স মডিউলও তৈরি করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই একটি অ্যাপও চালু করা হবে, যা ভোটারদের সেবা প্রদান করবে।

তেলেঙ্গানা গভর্নর জিষ্ণু দেববর্মা হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানা-নর্থ ইস্ট কনেক্ট দ্বিতীয় পর্ব উদ্বোধন করলেন

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : তেলেঙ্গানা গভর্নর জিষ্ণু দেববর্মা গতকাল হায়দরাবাদে রাজভবনে তেলেঙ্গানা-নর্থ ইস্ট কনেক্ট, একটি টেকনো-কালচারাল ফেস্টিভ্যালের দ্বিতীয় পর্ব উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, 'তেলেঙ্গানা-নর্থ ইস্ট কনেক্ট শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক বিনিময় নয়, এটি ''বিকশিত ভারত'' এর বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।'

গভর্নর আরও মন্তব্য করেন, 'আজকের উত্তর-পূর্ব ভারত উন্নয়ন, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

তেলেঙ্গানা এই উন্নতির জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে এবং এর অগ্রগতির অংশীদার হতে পারে।' তিনি তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেমন টি-হাব এবং উই-হাব-এর কথা উল্লেখ করেন, যা স্টার্ট-আপ তৈরি, চাকরি সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা পরিবেশ গঠনে সহায়ক হতে পারে, যা উভয় অঞ্চলের যুবকদের জন্য লাভজনক হবে।

গভর্নর বলেন, 'তেলেঙ্গানা-নর্থ ইস্ট কনেক্ট তেলেঙ্গানা এবং আটটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যের মধ্যে বাড়তে থাকা অংশীদারিত্ব উদযাপন করে, যা সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং মানব উন্নয়নে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য কাজ করছে।'

এর আগে, রাজ্য আইটি এবং শিল্পমন্ত্রী ডি. শ্রীধর বাবু বলেন, 'তেলেঙ্গানা ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর উদীয়মান প্রবৃদ্ধি পথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।'

তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকার ডিজিটাল সংযোগ, প্রযুক্তি গ্রহণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, জীবন বিজ্ঞানে, বায়ো-উদ্ভাবন এবং গ্রামীণ রূপান্তর সহ বিভিন্ন খাতে উত্তর-পূর্বের সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতার জন্য একটি বিস্তৃত রোডম্যাপ প্রস্তুত করছে।

মন্ত্রী বলেন, 'তেলেঙ্গানা রাজ্য সবসময় দেশজুড়ে মানুষদের স্বাগত জানিয়েছে, এবং এই অন্তর্ভুক্তির চেতনাই আমাদের অংশীদারিত্বে পরিচালিত হয়।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলি অবকাঠামোগত এবং সংযোগের চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ডিজিটাল সাক্ষরতা, আইটি স্কিলিং, ফিনটেক এবং পাবলিক ডিজিটাল পরিষেবাগুলিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে।

কর্ণাটকে নেতৃত্বের টানাপোড়েনে রাহুল গান্ধীর ডিকে শিবকুমারের কাছে বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : কর্ণাটকে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেসের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারকে এক সপ্তাহ ধরে যোগাযোগ করার পর, একটি সংক্ষিপ্ত হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠিয়েছেন। রাহুল গান্ধী শিবকুমারকে লিখেছেন, 'দয়া করে অপেক্ষা করুন, আমি আপনাকে কল করব।'

পার্টির সূত্রে জানা গেছে, শিবকুমার কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে রাহুল গান্ধীর সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন, এবং এক সপ্তাহের মধ্যে এটি ছিল রাহুলের প্রথম প্রতিক্রিয়া। এই বার্তা আদান-প্রদানটি তখন ঘটেছে, যখন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদের নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

শিবকুমারের সমর্থক একটি দল দিল্লিতে গিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে মুখ্যমন্ত্রী পদের পরিবর্তনের দাবি তুলেছে। কর্ণাটকে সিদ্দারামাইয়া এবং শিবকুমারের সমর্থকদের মধ্যে চলছে তীব্র সংঘর্ষ, বিশেষত ''দুই-আধা বছর'' ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে। শিবকুমারের সমর্থকরা দাবি করছেন যে, এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত 'চুক্তি' ছিল, যার ভিত্তিতে সিদ্দারামাইয়া মাঝপথে মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দেবেন।

কাশ্মীরে তীব্র শীতল ঢেউ, তাপমাত্রা পড়ল বিপজ্জনকভাবে নিচে; দিল্লিতে বাতাসের গুণগত মান অপর্যাপ্ত

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : আজ তীব্র শীতল ঢেউয়ের কবলে পড়েছে জম্মু ও কাশ্মীর, যেখানে বেশিরভাগ জেলায় তাপমাত্রা হঠাৎ করেই অনেক কমে গেছে এবং বহু অঞ্চলে এই মৌসুমের সবচেয়ে শীতল রাতটি অভিজ্ঞতা হয়েছে। অকাশবাণী জম্মুর প্রতিবেদক জানান, জম্মু অঞ্চলে তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পতন দেখা গেছে। জম্মু শহরে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বানিহালে তাপমাত্রা নেমেছে -০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, এবং ভাদেরওয়ে রেকর্ড করা হয়েছে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কাশ্মীর বিভাগে, বারামুল্লা তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে -৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শোপিয়ান -৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পাম্পোরে -৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পুলওয়ামায় -৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আনন্তনাগে -৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা উপত্যকার মধ্যে রাতের শীতলতা আরও বেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। শ্রীনগরে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে -৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গুলমার্গ, যা একটি জনপ্রিয় স্কি গন্তব্য, কাশ্মীর উপত্যকায় একমাত্র স্থান হিসেবে বরফের বিন্দুতে ছিল, তাপমাত্রা ছিল ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রার ধারাবাহিক পতনে ঠাণ্ডা প্রবাহের কারণে বিভিন্ন জেলায় বরফের স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, জলাশয়গুলি জমে গেছে এবং সকালের কুয়াশা আরও ঘন হয়ে উঠেছে।

আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাস দিয়েছেন যে শীতল ঢেউ আগামী দিনগুলোতে আরও বাড়তে পারে এবং তাপমাত্রা আরও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে, ভারতের আবহাওয়া দফতর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আজ ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। কেরালা, মহে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকালের কিছু অংশেও আজ মডারেট থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের মতে, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় আজ ঘন কুয়াশার পরিস্থিতি থাকতে পারে।

এদিকে, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বাতাসের গুণগত মান এখনও অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকালে ৬টা পর্যন্ত এই অঞ্চলের গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৩৩৮, যা খুবই খারাপ মানের। বাতাসের গুণমান অবনতির কারণে, বায়ু গুণমান ব্যবস্থাপনা কমিশন দিল্লি এবং আশপাশের এলাকায় 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' এর তৃতীয় স্তর (স্টেজ জ্জজ্জজ্জ) কার্যকর করেছে।

সাবরুম পিএম শ্রী গার্লস হোস্টেলে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগে নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৬ নভেম্বর: সাবরুম পি এম শ্রী এস টি গার্লস হোসটেলকে পরিবেশবান্ধব গ্রীন ক্যাম্পাস হিসাবে গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জনজাতি উন্নয়ন দপ্তর এবং আবাসিক ছাত্রীরা একযোগে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা মহকুমাজুরে পরিবেশ সচেতনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ জেলার সমস্ত জনজাতি হোসটেলকে পরিবেশবান্ধব 'গ্রীন হোস্টেল'হিসাবে গড়েতোলার লক্ষ্যেই জনজাতি উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ক্যাম্পাস পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপন,কিচেন গার্ডেন তৈরি,জলসঙরখন এবং প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ গঠনের মত একাধিক কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পি এম শ্রী দ্বাদশ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঞ্জন দেব নাথ জানান হোস্টেল ক্যাম্পাস কেসবুজায়নের মাধ্যমে শুধু সৌন্দর্য্য ই নয়, ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব জীবনধারা গুরুত্ব ও তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্রীরা ছোট ছোট দলেভাগ হয়েনিয়মিত ভাবে ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা,বাগান পরিচর্যা, ডাস্টবিন ব্যবসাপনা এবং কিচেন গার্ডেন গড়ার কাজে অংশ নিচ্ছে।

বুধবার এআইকেকেএমএস'র উদ্যোগে বুধবার আগরতলায় এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে সংবিধান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: আজ গান্ধীঘাটস্থিত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে সংবিধান দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিদের সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশটি পাঠ করানো হয়। অনুষ্ঠানে সংবিধান দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। দেশের স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার বিষয়ে সংবিধান রচনার জন্য চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদ সংবিধান গ্রহণ করে এবং ২০১৫ সাল থেকে ২৬ নভেম্বর দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

অধিকর্তা বলেন, সংবিধান আমাদের চালিকাশক্তি। ড. বি আর আম্বেদকর ছিলেন এই সংবিধানের জনক। সংবিধান আমাদের জাতীর আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিচায়ক, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশের সার্বিক উন্নয়নে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন করার জন্যই আজ সংবিধান দিবস পালন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মনোজ কুমার সাহা সহ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

তিনটি কৃষক আইন প্রত্যাহারের দাবিতে শহরে প্রতিবাদ সভা সংযুক্ত কিষান মোর্চার

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর : ৩টি কালা কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে 'সংযুক্ত কিষান মোর্চা' -এর নেতৃত্বে দিল্লিতে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের ৫-ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ২৬-নভেম্বর সারা দেশের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে প্রতিবাদ কর্মসূচীর ডাক দিয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ আগরতলার বটতলায় সারা ভারত কৃষক সভা, যাহা কিষান মোর্চার-এর অন্যতম শরিক, এর উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার-এর সর্বভারতীয় কমিটির অফিস সম্পাদক অসিত মন্ডল। তিনি অভিযোগ করেন, দিল্লি আন্দোলনের পর কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করলেও আন্দোলনকারীদের প্রতি অন্যান্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার কোনওটিই কার্য্যকর হয়নি।

অসিত মন্ডল বলেন, কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনগতভাবে নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ আইন-২০২০ প্রত্যাহার, সার—বীজ—কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সেচের বিদ্যুৎ ও ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণ এ সকল দাবিই উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়া ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজের ব্যবস্থা এবং ৬০ বছরের ঊর্ধে কৃষক—ক্ষেতমজুরদের পেনশনের দাবি এখনও অধরা।

তিনি আরও জানান, কৃষিপণ্যের বেচাকেনার বাজার নিয়ন্ত্রণের নামে সরকারের আনা নতুন আইন কৃষকদের জন্য আরও বিপজ্জনক হতে পারে। এ অবস্থায় দাবিগুলি আদায়ের লক্ষ্যে দেশজুড়ে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তিনি। দলমত নির্বিশেষে সকল কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান অসিত মন্ডল। প্রতিবাদ সভাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩০ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড''র উপর মেডিক্যাল অফিসারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: আজ প্রজ্ঞা ভবনে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসারদের নিয়ে জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড বিষয়ক রাজ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় মানোন্নয়ন এবং রোগীর পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড''র প্রয়োজনীয়তা ও আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব ডাঃ সৌভিক দেববর্মা, রিজিওনাল রিসোর্স সেন্টার ফর নর্থ ইস্টার্ন স্টেট কিউ পি এস ডিভিশনের কনসালটেন্ট ডা. মুনমী দাস সহ অন্যান্যরা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে গ্রুপ আলোচনা, কেইস স্টাডি এবং বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে ধারাবাহিকভাবে দাঁতের উন্নতমানের চিকিৎসা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতাল দাঁতের নানা জটিল সমস্যার চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে। উক্ত হাসপাতালে শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্ক রোগীদের বিভিন্ন ধরনের মুখের সমস্যা এবং সাধারণ দাঁতের সমস্যা থেকে ক্যান্সারের মতো গুরুতর রোগ পর্যন্ত নির্ণয় করা হয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের ওরাল প্যাথলজি এবং মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ এই ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

ওরাল প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ স্নাতক শিক্ষার্থীদের আধুনিক দাঁতের চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে, নতুন থেরাপি আবিষ্কারে সাহায্য করছে এবং জনস্বাস্থ্যে উন্নতি আনতে সহায়তা করছে। এখানে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা পদ্ধতি এবং নতুন পদ্ধতির সংমিশ্রণ দ্বারা শিক্ষাদান করা হয়। এই বিভাগে রোগী শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্কদের বিভিন্ন মুখের সমস্যার নির্ণয় করা হয়, যা সাধারণ থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। এখানে প্লেটলেট-রিচ ফাইব্রিন ও প্লেটলেট-রিচ প্লাজমা, মাইক্রোবায়োলজি কালচার, টিস্যু পরীক্ষা, বায়োপসি সাইটোলজি, হেমাটোক্সিলিন এবং ইওসিন স্টেইনিং, এবং পিএপি স্টেইনিং সহ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিভাগ মোট ১৩৮টি হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এবং ৬৬টি সাইটোলজিক্যাল রিপোর্ট প্রদান করেছে। রোগীদের সুবিধার জন্য ৫-৭ দিনের মধ্যে সঠিক রিপোর্ট দেওয়া হয় যাতে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়।

ওরাল প্যাথলজি বিভাগে ডেন্টিজেরাস সিস্ট, ওডোন্টোজেনিক কেরাটোসিস্ট, অ্যামেলোব্লাস্টোমা, রিঅ্যাকটিভ লেশন, কেমিক্যাল পোড়া, ফাইবারাস ডিসপ্লাসিয়া, নিউরাল টিউমার, এবং লালাগ্রন্থি প্যাথলজির মতো বিভিন্ন রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করেছে। এই রোগ নির্ণয়ের ফলে রোগীদের চিকিৎসা সহজ এবং কার্য্যকরভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও, ওরাল প্যাথলজি এবং মাইক্রোবায়োলজি বিভাগটি গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষকদের এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দক্ষতা বাড়াতে কাজ করছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতায় বায়োটেক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের নতুন প্রযুক্তি এবং জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে।

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি ডিপার্টমেন্টে এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে মহিলার কোলনোস্কোপিক পলিপ সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসা ক্ষেত্রে আবারও একটি যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করল। সম্প্রতি গোমতী জেলার গর্জিমুড়ার ৫৫ বছরের এক মহিলা আলসারেটিভকলাইটিস উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লকের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগে এসেছিলেন। তিনি বিগত চারবছর ধরে পেটে ব্যথা ও পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া ইত্যাদি সমস্যায় ভুগছিলেন। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে মহিলার কোলোনোস্কোপি করা হয়। এই কোলোনোস্কোপি রিপোর্টে মহিলার খাদ্যনালীতে একটি পলিপ (টিস্যুর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি) ধরা পড়ে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট চিকিৎসক ডাঃ শুভদীপ পাল তখন মহিলার চিকিৎসা শুরু করেন। তিনি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এই পলিপটি অপসারণ করতে হবে বলে জানান, অন্যথায় এটি ভবিষ্যতে ক্যান্সারে পরিণত হবার ঝুঁকি থাকবে। এদিকে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মহিলার পরিবার-পরিজনেরা অস্ত্রোপচারের সম্ভাব্য খরচের কথা চিন্তা করে অস্ত্রোপচারে অনীহা প্রকাশ করেন। তখন বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট চিকিৎসক ডাঃ পাল মহিলার অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে আর্থিক দিক দিয়ে কোনও সমস্যা হবে না বলে জানান। মহিলার আয়ুষ্মান কার্ড থাকাতে এই কার্ডের সহায়তায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই উক্ত অস্ত্রোপচার করা যাবে বলে ডাঃ পাল মহিলার পরিবার-পরিজনদেরকে আশ্বাস দেন। এরপর গত ২৪ নভেম্বর অত্যাধুনিক অলিম্পাস ইউভি ১৯০ এন্ডোস্কপি মেশিনে এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে মহিলার কোলনোস্কোপিক পলিপ সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর রোগী সুস্থ থাকায় রোগীকে এদিনই হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মহিলার এই অস্ত্রোপচার করা হয়। তাতে অস্ত্রোপচারের জন্য রোগীকে কোনও টাকা পয়সা খরচ করতে হয়নি। চিকিৎসকদের মতে এই ধরনের অস্ত্রোপচার করতে যে কোনও বেসরকারি হাসপাতালে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো ব্যয় হবে। এই অস্ত্রোপচারে ডাঃ শুভদীপ পালের সাথে নার্সিং অফিসার ছিলেন অপর্ণা দাস, ছায়া রাণী দাস, ওটি টেকনিশিয়ান ছিলেন সুমন শীল, ফার্মাসিস্ট ছিলেন সৌরভ সাহা। বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট চিকিৎসক ডাঃ শুভদীপ পালের প্রচেষ্টার মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। এই অস্ত্রোপচারে মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠায় মহিলার পরিবার-পরিজনেরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানান।

২৭ নভেম্বর ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউল্ড ট্রাইব প্রতিনিধিদলের লেফুঙ্গা ব্লক পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: মোহনপুর মহকুমার লেফুঙ্গা ব্লকের শচীন দেববর্মা মেমোরিয়াল হলে আগামী ২৭ নভেম্বর কেন্দ্রীর সরকারের ন্যাশনাল কমিশন অব সিডিউলড ট্রাইব-এর চেয়ারপার্সন অন্তর সিং আর্য্য, সদস্য নিরুপম চাকমা, ড. আশা লাকরা, জুটোথু হুসেন, কমিশনের সচিব প্রশান্ত কুমার সিং, যুগ্ম সচিব অমিত নির্মল সহ অন্যান্য অতিথিগণ লেফুঙ্গা ব্লক পরিদর্শন করবেন এবং মতবিনিময় সভায় অংশ নেবেন। অতিথিগণ লেফুঙ্গায় সিনড ফাউন্ডেশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বৃক্ষরোপণ করবেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে।

ধলাই জেলায় ইলেকট্রনিক ভ্যাকসিন ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক (ই-ভিআইএন) এবং ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম (ইউ-উইন) রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: ধলাইয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ২৪ ও ২৫ নভেম্বর স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কোল্ড চেইন হ্যান্ডলারদের জন্য ই-ভিআইএন, ইউ-উইন এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের উপর একটি রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কোল্ড চেইন হ্যান্ডলারদের টিকা সরবরাহ এবং সংরক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা আরও উন্নত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, ইলেকট্রনিক ভ্যাকসিন ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক এবং সদ্য চালু হওয়া ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারিক দিকগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং টিকার অপচয় রোধ করাই এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভি.সি.সি.এম (ভ্যাকসিন কোল্ড চেইন ম্যানেজার) দীপশিখা চক্রবর্তী। তাঁরা অংশগ্রহণকারীদের সামনে কোল্ড চেইন পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশিকা ও প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি অত্যন্ত সহজ ও কার্য্যকরভাবে উপস্থাপন করেন। ই-ভিআইএন - টিকা মজুত, তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং, ইউ-উইন টিকাকরণের ডিজিটাল নথিভুক্তি, সুবিধাভোগী ট্র্যাকিং এবং টিকাদান কর্মসূচির আরও ভালোভাবে নজরদারি, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোল্ড চেইন রক্ষণাবেক্ষণ এবং টিকার উপযুক্ত বিতরণের উপর আলোকপাত করানো।

কংগ্রেস ভবনে

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে অভিহিত করেন এবং তীব্র নিন্দা জানান। তাঁর বক্তব্য, "বিজেপি যতই অপপ্রয়াস চালাক, কংগ্রেস কর্মীরা পিছিয়ে যাবে না। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।''ঘটনার প্রতিবাদে আজ দুপুর ১২টা নাগাদ ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানানো হয়। পরে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। এরপর দলীয় নেতারা ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরে গিয়ে একটি এফআইআর দায়ের করেন।

সংবিধান দিবসেই

● প্রথম পাতার পর

ভাবে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে প্রচার শয্যা নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি অগ্নিসংযোগের চেষ্টাও করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন গোটা রাজ্যে আইনের শাসন রয়েছে। কিন্তু সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে রাজ্যে কেউ নিরাপদ নন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মানতে নারাজ দলীয় কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে প্রশাসন। দলীয় গোষ্ঠী কোন দলের জেরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মনগরে এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। আগামীকালই কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল ধর্মনগরে যাবেন। পাশাপাশি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি দলের কর্মীরা হামলা চালিয়েছে এই ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। রাজ্যের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী একটি ফ্যাসিস্ট সুলভ সরকার চালানোর চেষ্টা করছেন। আর প্রশাসনকে সেভাবেই কাজে লাগাচ্ছেন তিনি। অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যে সকল প্রশাসনিক আধিকারিকের সামনে এই ঘটনাটি ঘটেছে তাদের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

পরপর হামলা

● প্রথম পাতার পর

আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীকে মারধর করে। আহতরা বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ক্রমাগত হামলা, পথ অবরোধ ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছে ধর্মনগর শহর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

যুবাদের মধ্যে

● প্রথম পাতার পর

জনদের আমি আমার ব্যক্তিগত ও ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে হার্দিক শুভকামনা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এই কার্যক্রমে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত মনে করছি। আজ আমরা শুধু পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করছি না, সাথে একতা, সাহস রাষ্ট্র নির্মাণের মহৎ আদর্শকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। ভারতের একতার রূপকার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রত্যেক বছর ৩১ অক্টোবর দিনটি রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস আমাদের দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় একতার মাহাত্ম্যকে মনে করিয়ে দেয়। এবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানিয়ে মাই ভারত, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের সর্দার@১৫০ ইউনিটি মার্চ উদযাপনের অংশ হিসেবে এই পদযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের ঐক্যের স্থপতি সর্দার প্যাটেলের অবদানকে স্মরণ করা এবং দেশের যুবদের মধ্যে ঐক্য, দেশপ্রেম এবং দায়িত্ববোধের চেতনা জাগিয়ে তোলা। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে এক ভারত, আত্মনির্ভর ভারত।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, ভারতের লৌহমানব ভারতরত্ন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীকে স্মরণীয় করার জন্য আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায়ও বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে স্বাধীনতার পর দেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সর্দার প্যাটেল একটি অখন্ড ও শক্তিশালী ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ভারতের শক্তি তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত। আমরা সকলেই জানি যে ভারতের স্বাধীনতার সময়, বিশেষ করে ১৯৪৭ এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রায় ৫৬০টি রাজন্য শাসিত রাজ্যকে ভারতে একীভূত করেছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতার একজন চ্যাম্পিয়ন। তিনি ভারতের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং দেশের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সাল থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা দেশে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন শুরু করছেন। সর্দার প্যাটেলের সম্মানে, ভারত সরকার দেশকে শক্তিশালী, একটি সমৃদ্ধ ভারত গড়ার এবং সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে এই বছর গুজরাটে সর্দার@১৫০ ইউনিটি মার্চ উদযাপন করছে। সারাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে সর্দার @১৫০ ইউনিটি মার্চের আয়োজন করা হচ্ছে। ৩১ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে এবং ত্রিপুরায়ও এই কার্যক্রম অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী নিমুবেন বামবানিয়া, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসাল, বিজেপির গুজরাট প্রদেশের সভাপতি জগদীশ বিশ্বকর্মা, গুজরাটের মন্ত্রী জিতু ভাগানী সহ অন্যান্য মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ডেন্টাল কলেজে লিফট

● প্রথম পাতার পর

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ অপেক্ষাতেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো তৎপরতা দেখা না যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লিফটের দরজা ভেঙে তিনজনকে উদ্ধার করেন। তাদের তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। হাসপাতালের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণে মারাত্মক গাফিলতির অভিযোগে কর্মীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নীরবতা এবং কোনো ব্যাখ্যা না দেওয়ায় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিয়ে।

শনিছড়ায় শিশু হত্যার

● প্রথম পাতার পর

বেসরকারি নার্সিংহোমে গিয়ে আহত বিজয়া সিনহার জবানবন্দী রেকর্ড করেছে। পুলিশের এই দ্রুত তৎপরতা এলাকাবাসীর মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

আজ বিবেকানন্দ ময়দানে

● প্রথম পাতার পর

রোড / পঞ্চবতী ক্রসিং — এমবিবি এয়ারপোর্ট। তাছাড়া, জিবিপি হাসপাতাল -জিবি/ইন্দ্রনগর রোড ক্রসিং — ইন্দ্রনগর ব্রিজ — ধলেশ্বর পোস্ট অফিস জয়গুরু ক্রসিং — মাতার চৌমুহনি -ওল্ড মোটর স্ট্যান্ড — ব্যাংক চৌমুহনি -এইচজিবি রোড — ফ্লাইওভার — এডি নগর -হাপনিয়া। তেমনি, জিবিপি হাসপাতাল — এসডিও চৌমুহনি ডন বস্কো স্কুল — বানিক্য চৌমুহনি -খয়েরপুর ক্রসিং।

ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, জনসভা চলাকালীন উক্ত এলাকাগুলোতে গাড়ির চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই নাগরিকদের আগাম যাত্রা পরিকল্পনা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শহর থেকে দেড় লক্ষাধিক

● প্রথম পাতার পর

এবং তাদের কাছ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের এই সফল অভিযানে এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

কঠোর পরিশ্রম ও

● প্রথম পাতার পর

নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি জানান, আগের সরকার থাকা কালীন চাকরিপ্রার্থীদের রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে যোগ দেওয়া বা দলীয় কার্যালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হত চাকরির জন্য কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর স্বচ্ছতার মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া জারি রেখেছে বর্তমান সরকার।

মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেন আমাদের সরকার গঠনের পর এখন আর কাউকে চাকরির জন্য কারও পিছনে দৌড়াতে হয় না। কঠোর পরিশ্রম ও যোগ্যতাই একমাত্র মানদণ্ড।

নবনিযুক্ত প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি তাদের সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করেন।

সেইসঙ্গে তিনি জানান, সরকার ভবিষ্যতেও যুব সমাজের জন্য আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং নিয়োগ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা আরও শক্তিশালী করবে।

নতুন চাকরিপ্রাপ্তদের অভিভাবকরা সরকারের এই দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রশংসা করেন এবং সন্তানের সাফল্যে খুশি প্রকাশ করেন।

সংবিধান দেশের মানুষকে

● প্রথম পাতার পর

পাঠ করেন। ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য অতিথিগণও রাজ্যপালের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। রাজ্যপাল বলেন, ছাত্রছাত্রীরা হলো দেশের ভবিষ্যৎ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষিত বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যপূরণে ছাত্রছাত্রীদেরও এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রাজাপাল খেলাধুলায় ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য এবং পাঠদানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাদের শংসাপত্র প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শিলচরস্থিত কে.ভি.এস. আর.ও.-এর ডেপুটি কমিশনার পি.আই.টি. রাজা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুঞ্জবনস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মনোজ কুমার। অনুষ্ঠান শুরুর আগে রাজ্যপাল বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান প্রদর্শন কেন্দ্র, ল্যাবরেটরি ঘুরে দেখেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

আজ সকালে রাজভবনেও সংবিধান দিবস পালন করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। রাজভবনের আধিকারিক এবং কর্মচারিগণ রাজ্যপালের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবনা পাঠ করেন। রাজ্যপালের সচিব ইউ.কে. চাকমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গণতন্ত্রকে শক্তিশালী

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধানের শক্তির কারণে একজন 'নিম্নবর্ণ ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবার' থেকে আগত ব্যক্তির পক্ষে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সরকার প্রধান হিসেবে সেবা করা সম্ভব হয়েছে। তিনি ২০১৪ সালে সংসদে তার প্রথম প্রবেশের কথা স্মরণ করে বলেন, 'আমি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক মন্দিরের সিঁড়িতে মাথা নত করেছি।' ২০১৯ সালের নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় হলে প্রবেশের সময় তিনি সংবিধান তার কপালে স্পর্শ করার ঘটনাও উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড. বি.আর. আম্বেডকর এবং সংবিধান সভার অন্যান্য সদস্যদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, বিশেষ করে মহিলাদের যারা সংবিধান প্রণয়নে অমূল্য অবদান রেখেছিলেন।

তিনি ২০১০ সালে গুজরাটে অনুষ্ঠিত "সম্বিধান গৌরব যাত্রা"র কথাও স্মরণ করেন, যেখানে সংবিধানের ৬০ তম বার্ষিকী যথাযথভাবে জাতীয়ভাবে উদযাপিত হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বছরের সংবিধান দিবসটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সর্দার প্যাটেল এবং ভগবান বিরসা মুণ্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী, বন্দে মাতরমের ১৫০ তম বার্ষিকী এবং গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০ তম শাহাদত দিবসের সঙ্গে মিলে গেছে। তিনি সর্দার প্যাটেলের জাতীয় একতার ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন, 'ধারা ৩৭০ এবং ৩৫(এ) বাতিলের মাধ্যমে সংবিধান এখন পুরোপুরি কার্যকরী হয়ে উঠেছে জম্মু-কাশ্মীরে।'প্রধানমন্ত্রী মৌলিক দায়িত্বগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত অধিকার আসে দায়িত্ব পালন থেকে।' তিনি নাগরিকদের আহ্বান জানান যে, ভারতকে একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, জাতীয় অগ্রগতি একটি সম্মিলিত দায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল: 'আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সংবিধানকে শক্তিশালী করবে এবং জাতীয় লক্ষ্য ও স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' নির্বাচনে অংশগ্রহণের সাংবিধানিক দায়িত্বের গুরুত্ব উল্লেখ করে, প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের আহ্বান জানান যাতে তারা নির্বাচনে অংশ নিতে কখনও সুযোগ হাতছাড়া না করেন। তিনি পরামর্শ দেন, স্কুল এবং কলেজগুলো প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর নতুন ভোটারদের সম্মান জানিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করুক, যাতে প্রথমবার ভোট দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং গর্ব জন্মে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারত আজ যে সিদ্ধান্ত নেবে, তা আগামী ২০৪৭ এবং ২০৪৯ সালেস্বাধীনতার ১০০ বছর এবং সংবিধান গৃহীত হওয়ার ১০০ বছরএগিয়ে যাওয়ার পথ চিহ্নিত করবে। শেষে, প্রধানমন্ত্রী তার বার্তা শেষ করেন, 'এই সংবিধান দিবসে, আসুন আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করি, আমাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একটি উন্নত এবং শক্তিশালী "বিকসিত ভারত" গঠনে অংশগ্রহণ করি।

অঙ্গন

মুস্তাক আলী টি-২০ ক্রিকেটে সৌরাষ্ট্রে হেরে শুরু ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় দিয়ে শুরু ত্রিপুরার। তাও প্রতিপক্ষ সৌরাষ্ট্রের কাছে হেরে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত সৈয়দ মুস্তাক আলী সিনিয়র পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ট্রফি এলিট ডি গ্রুপের। আজ, বুধবার থেকে গুজরাটের আহমেদাবাদে এই গ্রুপের খেলা শুরু হয়। মোতেরায় নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম এ গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সৌরাষ্ট্র দলের দলনেতা উনাদকাৎ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সরা। নির্ধারিত কুড়ি ওভারও খেলতে পারেননি। তিন বল অবশিষ্ট রেখে ১২৩ রান সংগ্রহ করেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে দলনেতা মনি শংকর মুড়াসিংয়ের ৫৬ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। মনিশঙ্কর ৩২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৬ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, হনুমা বিহারীর ৩১ রান এবং সেন্টু সরকারের ১১ রান কিছুটা উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, অন্যদের কেউ দুই অঙ্কের দোরগোড়াতেই পৌঁছাতে পারেননি। দুইজন এক রান করে এবং তিনজন শূন্য রানে আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফেরার ট্র্যাডিশন মুস্তাক আলী ক্রিকেটেও বর্তমান। সৌরাষ্ট্রের উনাদকাৎ ও চিরাগ জানি দুজনেই ১৯ করে রান দিয়ে তিনটি করে উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া, জাদেজা একুশ রানে এবং চেতন শাকারিয়া ২৫ রানের বিনিময়ে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সৌরাষ্ট্রের ব্যাটার্সরা প্রশস্ত ব্যাটে তেমন বড় রানের নৈপুণ্য না দেখালেও ওপেনার বিশ্বরাজ সিং জাদেজা এবং মিডল অর্ডারে রুচিত আহির-দের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং দলকে সহজেই জয় এনে দেয়। ১৬ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে সৌরাষ্ট্র জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মূলতঃ নো চ্যালেঞ্জিং টার্গেট সৌরাষ্ট্রের পক্ষে তেমন কঠিন অনুভব হয়নি। ত্রিপুরা দলের স্বপ্নীল সিং ১২ রানে এবং সৌরভ দাশ ৩০ রানের বিনিময়ে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া, অমিত আলী ও ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ পেয়েছেন একটি করে উইকেট। সৌরাষ্ট্রের চেতন সাকারিয়া দুর্দান্ত বোলিংয়ের পাশাপাশি দু-দুটি কট আউটে দারুন ফিল্ডিংয়ের ভূমিকা রেখে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছেন। উল্লেখ্য, আগামী ২৮ নভেম্বর ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলবে। বলাবাহুল্য, রাজস্থানও আজ ছয় উইকেটের ব্যবধানে তামিলনাড়ু কে পরাজিত করেছে। গ্রুপের অপর দু-টি খেলায় কর্ণাটক ৫ উইকেটের ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে এবং ঝাড়খন্ড ৭ উইকেটের ব্যবধানে দিল্লি কে পরাজিত করেছে।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ প্রগতি-চাম্পামুড়া, দশমীঘাট-অনুরাগী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল সকালে দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
টিআইটি গ্রাউন্ডে প্রগতি প্লে সেন্টার খেলবে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে দশমীঘাট প্লে সেন্টার এবং ক্রিকেট অনুরাগী পরস্পরের মুখোমুখি হবে।
উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় প্রগতি প্লে সেন্টার ৭২ রানের ব্যবধানে এন এস আর সি সি-কে এবং চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার ১০৬ রানের ব্যবধানে এ ডি নগর প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে দশমীঘাট প্লে সেন্টার ৪ উইকেটের ব্যবধানে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কে এবং ক্রিকেট অনুরাগী তিন উইকেটের ব্যবধানে এগিয়ে চল সংঘ কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বার্সেলোনাকে হারিয়ে দিল চেলসি

দু'জনেরই বয়স ১৮ বছর। দু'জনেই আধুনিক ফুটবলের উঠতি তারকা। মঙ্গলবার রাতে সেই লেমিনে ইয়ামাল এবং এস্তেভাও, কে বাজিমাত করেন সে দিকে নজর ছিল অনেকেরই। দিনের শেষে ব্রাজিলীয় তরুণ এস্তেভাও নজর কেড়ে নিলেন। ইয়ামালকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। এস্তেভাও চমকে দিলেন একা গোল করে। চেলসি ৩-০ হারিয়েছে বার্সেলোনাকে। অন্য দিকে, ঘরের মাঠে হেরে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।
দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটে গোল করেন এস্তেভাও। ডান দিকে বল পেয়েছিলেন। বার্সেলোনার পাউ কুবারসিকে কাটিয়ে এবং বাঁ দিকে থাকা আলেসান্দ্রো বালদের নজর এড়িয়ে ডান পায়ের জোরালো শটে গোল করেন তিনি। বাঁচাতে পারেননি বার্সেলোনার গোলকিপার জোয়ান গার্সিয়া। চলতি মরসুমে ক্লাব এবং দেশ মিলিয়ে দশম গোল করলেন এস্তেভাও। তাঁর পরিবারও এ দিন মাঠে ছিল। এস্তেভাও জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে আরও কীর্তি অর্জন করতে চান।
ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল চেলসির। বার্সেলোনা আটকাতেই পারছিল না তাদের আক্রমণ। চার মিনিটে চেলসির এনজো ফের্নান্দেসের গোল বাতিল হয়। কিছু ক্ষণ পরে আবার চেলসির একটি গোল বাতিল হয় অফসাইডে। এ বারও গোল করেছিলেন ফের্নান্দেস। ২৮ মিনিটে এগিয়ে যায় চেলসি। কর্নার থেকে নিজের গোলেই বল ঢুকিয়ে দেন বার্সা ডিফেন্ডার জুলস কুন্ডে। বিরতির আগে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা লাল কার্ড দেখেন বার্সার অধিনায়ক রোনাল্ড আরাউখো। তাতে আরও সুবিধা হয়ে যায় চেলসির। দ্বিতীয়ার্ধে আরও চাপ বাড়ায় তারা। তারই ফসল এস্তেভাও এবং লিয়াম ডেলাপের গোল। যাঁর দিকে চোখ ছিল, সেই ইয়ামাল খেলতেই পারলেন না। তাঁকে গোটা ম্যাচে বোতলবন্দি করে রাখলেন চেলসির মার্ক কুকুরেয়া, যিনি বার্সেলোনার অ্যাকাডেমি থেকেই উঠে এসেছেন।এ দিকে, বায়ার লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে অনেক বদল এনেছিলেন ম্যান সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। আর্লিং হালান্ড, রুবেন দিয়াস, বের্নার্দো সিলভা, জিয়ানলুইগি ডোনারুমাকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফল ভুগতে হল ০-২ হেরে। প্রথমার্ধে আলেক্স গ্রিমাল্ডো এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্যাট্রিক শিকের গোলে জিতেছে লেভারকুসেন। ম্যাচের পর গুয়ার্দিওলাকে বিদ্রুপ করেছেন সমর্থকেরা। ২০১৮-র পর প্রথম বার, ২৪ ম্যাচ পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঘরের মাঠে হারল সিটি।
দায় স্বীকার করেছেন স্পেনীয় কোচ। বলেছেন, "হারের সব দায় আমার। আমি এখনও বিশ্বাস করি, যাঁরা প্রথম একাদশে ছিল তাঁরা সকলে অসাধারণ। কিন্তু সেরা মানের ফুটবল উপহার দিতে পারিনি আমরা। তার দায় আমাকেই নিতে হবে। জিতলে কোনও সমস্যা হত না। তাই দলে যে অনেক বদল করেছি, সেটা স্বীকার করে নিচ্ছি। আসলে দু'-তিন দিন অন্তর খেলতে হলে বদল করতেই হয়। তবে ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে এত বদল করা উচিত হয়নি।"
অন্যান্য ম্যাচে, আয়াখকে ২-০ গোলে হারিয়েছে বেনফিকা। জুভেন্টাস ৩-২ গোলে হারিয়েছে বোডো গ্লিমটকে। ডর্টমুন্ড ৪-০ গোলে হারিয়েছে ভিয়ারিয়ালকে। মার্সেই ২-১ গোলে হারিয়েছে নিউক্যাসলকে।

বিশ্বকাপ খেলতে বাধা রইল না রোনাল্ডোর, নির্বাসনের শাস্তি এখনই কার্যকর হচ্ছে না, সিদ্ধান্ত নিল ফিফা

হাফ ছেড়ে বাঁচল পর্তুগাল। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখলেও বিশ্বকাপে খেলতে কোনও সমস্যা নেই রোনাল্ডোর। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর খবর অনুযায়ী, রোনাল্ডোর তিন ম্যাচ নির্বাসনের শাস্তি হলেও, ফিফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরবর্তী দু'টি ম্যাচে নির্বাসনের শাস্তি এখনই বলবৎ হচ্ছে না। আগামী এক বছরের মধ্যে একই অপরাধ রোনাল্ডো আবার করলে, তাঁকে নির্বাসিত হতে হবে।
আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে রোনাল্ডো লাল কার্ড দেখেছিলেন। ওই ম্যাচে ৬১ মিনিটে আইরিশ ডিফেন্ডার দারা ও' শেয়ারকে কনুই দিয়ে পিঠে মারায় প্রথমে হলুদ কার্ড দেখেন রোনাল্ডো। এর পর 'ভার' দেখে সিদ্ধান্ত বদল করেন রেফারি। রোনাল্ডোকে লাল কার্ড দেখান। দেশের হয়ে ২২ বছরে সে বারই প্রথম লাল কার্ড দেখেছিলেন রোনাল্ডো।
ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, লাল কার্ড দেখলে পরের ম্যাচে নির্বাসিত হতে হয়। ফিফার নিয়মেই বলা আছে কনুই দিয়ে মারা, ঘুষি, লাথি বা এই ধরনের আঘাত করাকে আক্রামন্তক ও হিংসাত্মক আচরণ হিসাবে বিবেচন করা হয়। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, এমন অপরাধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে কম পক্ষে তিন ম্যাচ নির্বাসিত হতে হয়। কিন্তু 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' জানিয়েছে ফিফা বাকি দু'টি ম্যাচে রোনাল্ডোর নির্বাসন আপাতত তুলে নিয়েছে। রোনাল্ডো যদি আগামি এক বছরের মধ্যে আবার একই অপরাধ করেন তা হলে তাঁকে নির্বাসিত হতে হবে।
'বিবিসি' জানিয়েছে, রোনাল্ডোর ক্ষেত্রে ফিফা নমনীয় হয়েছে। কারণ, দেশের হয়ে ২২৬টি ম্যাচ খেলার পর রোনাল্ডো প্রথম লাল কার্ড দেখেছিলেন। আয়ারল্যান্ড ম্যাচের পর আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে রোনাল্ডো নির্বাসিত থাকেন। ফলে, এক ম্যাচ নির্বাসনের শাস্তি ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়ে গিয়েছে। তাই বিশ্বকাপ খেলতে রোনাল্ডোর আর কোনও বাঁধা রইল না।

'পায়ের নিচে রাখতে চেয়েছিলাম' পন্থদের নিয়ে 'বর্ণবিদ্বেষী' মন্তব্য দক্ষিণ আফ্রিকা কোচের, তুঙ্গে বিতর্ক

শুধু জেতা নয়। ভারতকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গুয়াহাটি টেস্টের চতুর্থ দিনের শেষে নিজেদের পরিকল্পনা ফাঁস করতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে ফেললেন দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড। তাঁর কথায়, "ভারতীয় পায়ের তলায় রাখতে চেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।" এই কথাটি বলতে গিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন ইংরাজির 'গ্রোভেল' শব্দটি। যা বর্ণবিদ্বেষের প্রতীক।
গুয়াহাটিতে চতুর্থ দিনের খেলার শেষে শুকরি কনরাড বলেন, "আমরা ভারতীয়দের পায়ের নিচে রাখতে চেয়েছিলাম। ওদের মুখের কথা কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম। পুরো ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়ে তারপরই ব্যাট করতে নামাতে চেয়েছিলাম।"
এই কথাগুলি বলতে গিয়ে, তিনি ইংরাজিতে 'গ্রোভেল' শব্দটি ব্যবহার করেন। ক্রিকেটে যা বিতর্কিত শব্দ হিসাবে পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক সময় এই শব্দটি ব্যবহার করা হত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের অপমান করার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই কনরাডের মন্তব্যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
ভারতীয়দের রীতিমতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন তিনি। অবশ্য চলতি সিরিজে ভারতীয়দের যা পারফরম্যান্স তাতে বেশি সমীহ হয়তো পন্থরা আশাও করতে পারেন না। কিন্তু তা বলে বর্ণবিদ্বেষমূলক শব্দের ব্যবহার কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। আপাতত পন্থদের সামনে দ্বিতীয় টেস্ট বাঁচানোর লড়াই। কনরাডের কথায় স্পষ্ট, জয়ের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। শেষে পন্থরা তা বদলে দিতে পারেন কিনা সেটাই দেখার।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : আজ থেকে জাতীয় স্কুল দাবার আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজ্য দল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভারত খ্যাত স্কুল পড়ুয়া দাবাড়ু-রা এখন আগরতলায়। আগামীকাল থেকে ৬৯ তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার অনূর্ধ ১৭ দাবা (বালক-বালিকা) প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। আজ, বুধবার সন্ধ্যায় যথারীতি অর্থাৎ স্কুল গেমস ফেডারেশনের প্রটোকল অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের টিম ম্যানেজারদের নিয়ে আয়োজক ও পরিচালক মূল কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তালিকাভুক্ত মোট ৩৩ টি দলের মধ্যে একমাত্র হরিয়ানা ছাড়া ৩২ টি দলের ম্যানেজাররা বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। এদিকে ত্রিপুরা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তার পৌরহিত্যে বিভিন্ন সাব কমিটি গুলো ইতোমধ্যে দফায় দফায় বৈঠক শেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে সক্রিয় ভূমিকায় রয়েছে। অনূর্ধ ১৭ বালক এবং বালিকাদের জাতীয় স্কুল দাবায় ত্রিপুরার হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ১০ জন দাবাড়ু ইতোমধ্যে জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশিষ্ট কোচদের তত্ত্বাবধানে তারা তালিম নিচ্ছে। রাজ্যদলের হয়ে যারা খেলবে অভিনব নাথ, উর্মি সাহা, মেহেক দ্বীপ ঘোষ, দেবজিৎ দে, আরাধ্যা দাস, বৈশালী দেবনাথ, কৌশল সরকার, দেবময় বর্মন, রাধিকা মজুমদার এবং অর্সিয়া দাস।

টি-২০ বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রোহিত, বড় ঘোষণা জয় শাহর, কী বললেন হিটম্যান?

ভারতকে জোড়া বিশ্বকাপ জেতানোর পুরস্কার। রোহিত শর্মাকে বেনজির সম্মান দিল জয় শাহর আইসিসি। আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন হিটম্যান। টি-২০ থেকে অবসর নিলেও রোহিত এখনও ভারতের হয়ে ওয়ানডে খেলছেন। এর আগে আর কোনও সক্রিয় ক্রিকেটারকে এভাবে এত বড় টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত রোহিত। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসাবে চূড়ান্ত সফল রোহিত। অল্পের জন্য ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হাতছাড়া হলেও ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি। তাছাড়া টি-২০ ক্রিকেটে সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার তিনি। নামের পাশে রয়েছে ৬ সেঞ্চুরি। যা আর কারও নেই। এ হেন রেকর্ডের মালিককেই জয় শাহর আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসাবে ঘোষণা করেছেন।
এই সম্মান পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত হিটম্যান। তিনি বলছিলেন, "এই সম্মানের জন্য আমি আইসিসিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাকে বলা হল, খেলা চালিয়ে যাওয়াকালীন এর আগে কাউকেই আইসিসি শুভেচ্ছাদূত হিসাবে ঘোষণা করেনি। এটা আমার জন্য সত্যিই আনন্দের। আশা করব গতবছরের মতো এবারও ভারত একটা জাদুমন্ত্রের মতো বিশ্বকাপ জিতে যাবে। আইসিসি ট্রফি জেতাটা সত্যিই বিরাট ব্যাপার।"
মাঠে নেমে বিশ্বকাপ জেতাটা কতটা কঠিন, সেটা আগেভাগেই সূর্যকুমারকে জানিয়ে দিলেন রোহিত। তিনি বললেন, "গত বছর আমরা আইসিসি ট্রফি জিততে কতটা মরিয়া ছিলাম, সেটা আমি জানি। কিন্তু ভালো লাগে যখন আশেপাশের সবার চোখেমুখে আনন্দ দেখতে পাই। আমার জন্য এবার ব্যাপারটা অন্যরকম। মাঠের বাইরে বসে খেলাটা দেখতে হবে। তবে আমিও অভ্যাস করছি।"

এমবিবি ও পিটিএজি-তে জাতীয় মহিলা ক্রিকেটের ৩টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ টি-টোয়েন্টি ট্রফি প্লেট গ্রুপের খেলায় পন্ডিচেরি শীর্ষস্থানে রয়েছে। আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে তৃতীয় রাউন্ডের খেলা। মূলতঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের পাঁচটি রাজ্য দলের পাশাপাশি পন্ডিচেরি রয়েছে এই গ্রুপে গত মরশুমে এলিট গ্রুপ থেকে অবনমিত হয়ে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে এমবিবি স্টেডিয়ামে অরুনাচল প্রদেশ এবং মেঘালয় পরস্পরের মুখোমুখি হবে।
একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে মনিপুর খেলবে মিজোরামের বিরুদ্ধে। বেলা সাড়ে বারোটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে দিনের তৃতীয় খেলায় নাগাল্যান্ড এবং পন্ডিচেরি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ইতোমধ্যে গত দুই দিনে দুই রাউন্ডের খেলা শেষে পন্ডিচেরি পরপর দুটি ম্যাচে জয়ী হয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। একইভাবে নাগাল্যান্ড দলও টানা দুই ম্যাচে জয় অব্যাহত রেখে ৮ পয়েন্ট পেলেও রানের গড়ের নিরিখে তাঁদের অবস্থান দ্বিতীয় শীর্ষে। অপর খেলায় মনিপুর ৩৪ রানের ব্যবধানে অরুনাচল প্রদেশকে এবং মেঘালয় ১৯ রানের ব্যবধানে মনিপুরকে পরাজিত করে তৃতীয় এবং চতুর্থ শীর্ষে অবস্থান করছে। মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশের ইচ্ছা রয়েছে আগামীকাল তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয় ছিনিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর।

জোড়া গোল ম্যাকলারেনের
চেন্নাইয়িনকে হারিয়ে সুপার কাপে অভিযান শুরু শিল্ডজয়ী মোহনবাগানের

জিতেই সুপার কাপে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান। শনিবার ফতোরদা স্টেডিয়ামে তারা ২-০ গোলে হারিয়ে দিল চেন্নাইয়িন এফসি-কে। দু'টি গোলই করলেন অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন। ইস্টবেঙ্গল যে দিন ডেম্পোর কাছে আটকে গেল, সে দিনই জিতে শুরুতেই বাড়তি সুবিধা পেয়ে গেল মোহনবাগান।তিন বিদেশিকে দিয়ে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন হোসে মোলিনা। টম অলড্রেড, আলবের্তো রদ্রিগেস এবং ম্যাকলারেনকে রেখেছিলেন। শুরুতে চেন্নাইয়িন একটি ফ্রিকিক পেলেও বাগানের রক্ষণ তা বিপন্মুক্ত করে। মোহনবাগান চেষ্টা করছিল লম্বা বলে খেলতে। বাঁ দিক থেকে শুভাশিস বসুর একটি ক্রস ধরে ফেলেন চেন্নাইয়িনের গোলকিপার নওয়াজ।এর পর মোহনবাগান চেষ্টা করতে থাকে দুই প্রান্ত কাজে লাগানোর। ডান দিক থেকে মনবীর সিংহ এবং বাঁ দিক থেকে লিস্টন কোলাসো আক্রমণ করতে থাকেন। মিনিট দশেক পরেই জোরে বৃষ্টি নামে। বেশ অনেক ক্ষণ বৃষ্টি চলার কারণে মাঠের কিছু জায়গায় জল জমে যায়। ফলে মোহনবাগান ফুটবলারদের পাস খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। তবে চেন্নাইয়িনের তুলনায় আক্রমণ তাদেরই বেশি হচ্ছিল।বেশি চোখে পড়ছিল মনবীরকে। চোট সারিয়ে ফেরা এই ফুটবলার নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া ছিলেন। চেন্নাইয়ের রক্ষণ ভেঙে বার বার বক্সের কাছাকাছি চলে যাচ্ছিলেন। তবু গোল আসছিল না। ভাল একটি সুযোগ এসেছিল ৩১ মিনিটে। মাঝমাঠে বল পেয়েছিলেন সাহাল সামাদ। তিনি চেন্নাইয়ের বক্সের দিকে দৌড়তে থাকেন। প্রায় গোল করেই ফেলেছিলেন। শেষ মুহূর্তে তাঁকে আটকে দেন প্রীতম কোটাল। বল অনিরুদ্ধ থাপার কাছে যায়। তাঁর থেকে বল কেড়ে নেন বিগ্নেশ।চার মিনিট পরে গোলের সুযোগ পেয়েছিল চেন্নাইয়িন। মন্দার রাও দেসাইয়ের নেওয়া কর্নার ক্লিয়ার করেছিলেন আলবের্তো রদ্রিগেস। ফিরতি বল যায় লালডিনলিয়ানার কাছে। তাঁর থেকে বল পেয়ে জিতেশ্বর সিংহ শট নিয়েছিলেন। নিশ্চিত গোল বাঁচান বিশাল কাইথ।৩৮ মিনিটে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। লালডিনলিয়ানাকে কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন লিস্টন। তিনি পাস দেন ম্যাকলারেনকে। অসি স্ট্রাইকার অর্ধেক সুযোগ থেকে গোল করেন।দ্বিতীয়ার্ধেও শুরু থেকে দাপট বজায় রাখে মোহনবাগান। ম্যাকলারেনকে বেশি সক্রিয় লাগছিল। কখনও অনিরুদ্ধ, কখনও লিস্টনের সঙ্গে পাস খেলে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। বিদেশি ছাড়া খেলতে নেমেও বাগানকে আটকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিল চেন্নাই।ম্যাকলারেন দ্বিতীয় গোল করেন ৬৭ মিনিটে। শুভাশিস লম্বা পাস দিয়েছিলেন মনবীরের উদ্দেশে। বাঁ প্রান্ত ধরে দৌড়ে বক্সে বল ভাসান মনবীর। সেই বল আটকাতে গিয়ে ম্যাকলারেনের সামনে থাকা ডিফেন্ডার পিছলে পড়ে যান। চলতি বলে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন ম্যাকলারেন। ৭৫ মিনিটে আবার এগিয়ে যেতে পারত মোহনবাগান। বক্সের কাছে বল পেয়েছিলেন মনবীর। নিজে গোল না করে লিস্টনকে পাস দেন। সেটি আটকে দেয় চেন্নাইয়ের রক্ষণ। ফিরতে বল মনবীরের কাছে এলেও গোলমুখ তত ক্ষণে বন্ধ করে দিয়েছিল চেন্নাই। মনবীর পাস দেন অনিরুদ্ধকে। সেই শটে গোল হয়নি। দশ মিনিট পরে জেসন কামিংসও বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে গোল করতে গিয়েছিলেন। তবে দুর্বল শট অনায়াসে ধরে নেন নওয়াজ। শেষ দিকে চেন্নাই একটি সুযোগ পেলেও গোল করতে পারেনি।

বিদেশিহীন ডেম্পোকেও হারাতে পারল না ছয় বিদেশি নিয়ে খেলা ইস্টবেঙ্গল, সুপার কাপের শুরুতেই আটকে গেল লাল-হলুদ

আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে হার এবং সন্দীপ নন্দী ও অস্কার ব্রুজোর ঝামেলা কি প্রভাব ফেলেছে ইস্টবেঙ্গলে? না হলে সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই কী ভাবে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল? বিদেশি না-থাকা ডেম্পোর বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়ার পর এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ড্র করল তারা। ম্যাচ শেষ হল ২-২ ব্যবধানে।গ্রুপ থেকে একটি দলই সেমিফাইনালে উঠবে। ফলে ইস্টবেঙ্গলের কাছে এই ড্র নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। মোহনবাগান যদি এ দিন চেন্নাইয়িনকে হারিয়ে দেয় এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ডেম্পোকেও হারায়, তা হলে অনেকটা এগিয়ে থেকে কলকাতা ডার্বিতে নামবে তারা।ডেম্পোকে যে হালকা ভাবে নিতে চাননি এটা বোঝা গিয়েছিল অস্কার ব্রুজোর প্রথম একাদশ দেখেই। পাঁচ বিদেশিকে নিয়ে শুরু করেন তিনি। সেন্টার ব্যাকে আনোয়ার আলি এবং কেভিন সিবিলেকে রাখেন। মাঝমাঠে মহম্মদ রশিদ এবং সাউল ক্রেসপোকে দিয়ে শুরু করেন। শুরুতেই সুযোগ এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। বাঁ দিক থেকে বিপিন সিংহ বল ভাসিয়েছিলেন। তা আসে হিরোশি ইবুসুকির কাছে। ইবুসুকির জোরালো শট লাগে বারে।সময় এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের ঝাঁজও বাড়তে থাকে ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু গোল পাচ্ছিল না তারা। আক্রমণ হচ্ছিল মূলত বাঁ দিকে বিপিনের থেকে। তিনি একের পর এক ক্রস ভাসাচ্ছিলেন। তা ক্লিয়ার করে দিচ্ছিল ডেম্পোর রক্ষণ। খেলার বিপরীতেই এগিয়ে যায় গোয়ার দলটি। ইস্টবেঙ্গল গোল খায় দেবজিৎ মজুমদারের ভুলে। ফ্রিকিক থেকে বল ভেসে এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের বক্সে। দেবজিৎ এগিয়ে এসে বলটি ঘুষি মেরে ক্লিয়ার করতে গিয়েছিলেন। বলের সঙ্গে হাতের সংযোগই হয়নি। বল গিয়ে পড়ে মহম্মদ আলির কাছে, যিনি ফাঁকা গোলে বল ঠেলেন।আক্রমণাত্মক খেলেও আচমকা গোল খেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। সেই সুযোগ আক্রমণ বাড়িয়ে দেয় ডেম্পো। তাদের আত্মবিশ্বাস তখন তুঙ্গে। ইস্টবেঙ্গলের উপর চাপ বাড়াতে থাকে তারা। ফলে লাল-হলুদেরও খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। ইবুসুকি আর একটি সুযোগ পেলেও ডেম্পোর গোলকিপারের দক্ষতায় গোল আসেনি। প্রথমার্ধে সমতা ফেরাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করে তারা। সমতা ফেরান মহেশ। ডান দিক থেকে আক্রমণ শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। হামিদ আহদাদ দূর থেকে শট নিয়েছিলেন। ডেম্পোর গোলকিপার তা প্রতিহত করলে বল গিয়ে পড়ে মহেশের কাছে। তিনি নিচু শটে গোল করেন।গোল পেয়েই আক্রমণের ঝাঁজ বাড়িয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় ৫৭ মিনিটে। বাঁ প্রান্ত ধরে ডেম্পোর বক্সের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন মিগুয়েল। তাঁকে উঁচু করে পাস দেন লালচুংনুঙ্গা। সেই বল ধরে দুরূহ কোণ থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন মিগুয়েল। ছ'মিনিট পরেই তাঁর শট লাগে পোস্টে। ছোট কর্নার থেকে মহেশকে বল পাস দিয়েছিলেন মিগুয়েল। ফিরতি বল পেয়ে তিনি বাঁকানো শট নেন। তা লাগে বারে। এক গোলে এগিয়ে থাকলেও তা কখনওই নিরাপদ নয়। তাই আরও গোলের জন্য আক্রমণ বাড়াতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। প্রতি আক্রমণে গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে তারা। হামিদকে তুলে ডেভিড লালানসাঙ্গাকে নামিয়ে দেন অস্কার। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। বক্সের বাইরে বল পেয়েছিলেন জয়েশ রানে। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ ভাগকে বোকা বানিয়ে নিচু শটে গোল করেন তিনি। কিছু করার ছিল না দেবজিতের। সংযুক্তি সময় ছ'মিনিট দেওয়া হলেও ইস্টবেঙ্গল আর গোল করতে পারেনি।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে কি বাড়তি সুবিধা পাবেন হরমনপ্রীতেরা, ইঙ্গিত অস্ট্রেলিয়ার কোচের কথাতেই

মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। আগামী বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে বাড়তি সুবিধা পেতে পারেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। শনিবার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার কোচের কথাতেই।চোটের জন্য সেমিফাইনালে অনিশ্চিত অ্যালিসা হিলি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর চোট পেয়েছেন হিলি। অনুশীলনে পায়ের পেশিতে ব্যথা অনুভব করেন মিচেল স্টার্কের স্ত্রী। শনিবার তিনি খেলতে পারেননি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও। অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার হিলি। তিনি অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক এবং আগ্রাসী ওপেনিং ব্যাটার।

ত্রিপুরায় একাধিক এলাকায় জন্মসনদ নিয়ে হয়রানির অভিযোগ

প্রতিবাদে চার ঘন্টার গণঅবস্থান তৃণমূল কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: ত্রিপুরায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন এখনও এসআইআর ঘোষণা না করে নি। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জের জন্মসনদ সহ বিভিন্ন নথি চেয়ে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর ক্রমাগত হয়রানি করেছে বিজেপি এমনটাই অভিযোগ তুলে সার্কিট হাউসস্থিত গান্ধী মূর্তির পাদদেশে চার ঘন্টার গণঅবস্থান সংগঠিত করে তৃণমূল কংগ্রেস। ওই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয় আন্দোলনকারীদের। পরবর্তী সময়ে তাঁদেরকে আটক করে পুলিশ ভ্যানে তুলে এডিনগর পুলিশ লাইনে নিয়ে গেছে।

এদিন শান্তনু সাহা বলেন, নির্বাচন কমিশন যখন কোনও নোটিশই দেয়নি, তখন সাধারণ মানুষকে কেন জন্মের কাগজ, ঠিকানার প্রমাণ, পরিচয়পত্র দেখাতে বলা হচ্ছে? এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন , এই ধরনের ঘটনায় প্রশাসনের কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই, ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কর্মীরা যেভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সেভাবে ত্রিপুরায়ও আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে যুব তৃণমূল আজ সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে চার ঘণ্টার গণ অবস্থান পালন করা হবে। তাঁর কথায়, কাগজপত্র নিয়ে অযথা হয়রানি বন্ধ, সংখ্যালঘু নিরাপত্তা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের সুরক্ষাসহ একাধিক ইস্যুতে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে।

তাঁর দাবি, সরকার এবং শাসক দল ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তারা সতর্ক করে দেয়, অতিসত্বর এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিরোধী দল।

এদিকে, এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আগাম অনুমতি ছাড়াই তাঁরা গণঅবস্থান সংগঠিত করেছে। তাতে যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। তাই তাঁদেরকে আটক করে এডিনগর পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ওয়াঙছড়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ধ্বংস ৩২ হাজারের বেশি গাঁজা গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ নভেম্বর: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার সকালে রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ওয়াঙছড়া এলাকায় ব্যাপক গাঁজা ধ্বংস অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ, বনদপ্তর, সিআরপিএফ, বিএসএফ ও টিএসআর-এর যৌথ বাহিনী।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন রাজনগর পি আর বাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রতন রবি দাস। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এসিস্ট্যান্ট ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সুকান্ত সরকার, ১২৪ নং ব্যাটালিয়নের সিআরপিএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ড্যান্ট এস. এল. মিনা, ৪৫ নং বিএসএফ-এর এসআই লোকনাথ চেঠি, নবম ব্যাটালিয়নের টিএসআর জওয়ানসহ আবগারি দপ্তরের কর্মীরা।

সূত্রের খবর, যৌথ বাহিনী সেদিন প্রায় ৩২ হাজার ৫০০টি গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। অভিযান প্রসঙ্গে থানা ওসি রতন রবি দাস জানান, অবৈধ গাঁজা চাষ রুখতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযান শেষে বিষয়টি থানায় সাধারণ ডায়েরিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সচিবালয়ে সংবিধান দিবস পালিত

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: সারা রাজ্যের সাথে আজ সচিবালয়েও 'সংবিধান দিবস' পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা উপস্থিত সকলকে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার অংশ পাঠ করান।

অনুষ্ঠানে অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, আইন দপ্তরের সচিব শঙ্করী দাস, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব কুন্তল দাস, সাধারণ প্রশাসন (সচিবালয় প্রশাসন) দপ্তরের যুগ্ম সচিব অসীম সাহা সহ সচিবালয়ে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ অংশ গ্রহণ করেন।

ত্রিপুরার সাফল্যে কেন্দ্রের প্রশংসা কমপ্লায়েন্স রিডাকশন ও ডিরেগুলেশনে দেশেই সবার আগে ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: কমপ্লায়েন্স রিডাকশন ও ডিরেগুলেশন উদ্যোগের প্রথম ধাপে নির্ধারিত ২৩টি প্রাধান্যপ্রাপ্ত ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে অভিনন্দন জানালেন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিব ড. টি. ভি. সোমনাথন।

ত্রিপুরার মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহাকে পাঠানো এক সরকারি পত্রে ক্যাবিনেট সচিব জানান, দেশজুড়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম রাজ্য হিসেবে এই ২৩টি ক্ষেত্র সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

চিঠিতে ড. সোমনাথন লিখেছেন, ত্রিপুরা সরকারের নেতৃত্ব এবং সময়বদ্ধভাবে এই কাজ সম্পন্ন করার যে প্রতিশ্রুতি প্রদর্শিত হয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি উল্লেখ করেন, ত্রিপুরার পদক্ষেপ অন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্যাবিনেট সচিব আরও আশা প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই শুরু হতে যাওয়া কমপ্লায়েন্স রিডাকশন ও ডিরেগুলেশনের দ্বিতীয় ধাপেও ত্রিপুরা একই উদ্যম ও নিষ্ঠা দেখাবে।

দেড় কোটি টাকার নেশা সামগ্রী ধবংস করল পুলিশ

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর : রাজ্যে নেশা বিরোধী অভিযানের অন্তর্গত বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রী ধবংস করার প্রক্রিয়া চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এনডিপিএস মামলার ভিত্তিতে ৫৯, ০৭০ এসকফ বোতল ধবংস করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

হাই লেভেল ড্রাগ ডিসপোজাল কমিটির চেয়ারম্যান রমেশ রেড্ডি জানিয়েছেন, নেশা বিরোধী অভিযানে উদ্ধার নেশা সামগ্রীগুলি আজ ধবংস করা হচ্ছে। সম্প্রতি, আরো একবার এধরনের প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল। তিনি জানান, ৭ জুলাই আমবাসায় থানায় এনডিপিএস মামলা রুজু করা হয়েছিল। যা পরবর্তী সময়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চকে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ওই মামলায় ৫৯,০৭০ টি এসকফের নেশা বোতল উদ্ধার হয়েছে। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক সেগুলি ধবংস করতে হবে। তাই, নির্দেশ মেনেই নেশা সামগ্রীগুলি ধবংস করা শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় নেশা বিরোধী অভিযানে বিরাট সাফল্য মিলছে। পুলিশ এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর দফাওয়ারী অভিযানে পাচারের সময় নেশা সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে। তাছাড়া, নেশার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকারের পদক্ষেপ, রাজ্যে এই নেশা সামগ্রী নির্মূলে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, নেশার ব্যবহার বন্ধ করা খুব সহজ নয়। তবে, নেশার বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান এর ব্যবহারে অনেকটা লাগাম টানতে সক্ষম।

কৈলাসহর রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ নভেম্বর: রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কৈলাসহর রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ বছর পদার্পণ করেছে তার গৌরবময় ৭৫ বছরে। প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনকে কেন্দ্র করে সাত দিনের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। আজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান শিক্ষক অসীম চক্রবর্তী, সমাজসেবী অরুণ সাহা, অধ্যাপক সঞ্জীব চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান শিক্ষক অসীম চক্রবর্তী জানান, ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে জেলার শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে ১ ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে মূল অনুষ্ঠান, যার আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে ২৯ নভেম্বর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস এবং কৈলাসহর রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজজী। ৪ ডিসেম্বর ও ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানমঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন দেশের খ্যাতনামা শিল্পী বিনোধ রাঠোর ও রাজ বর্মন। পাশাপাশি থাকছে স্থানীয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনাও। অনুষ্ঠানকে সফল ও স্মরণীয় করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন প্রধান শিক্ষক।

ইন্দ্রনগর এবং মহিলা আইটিআই-র ১৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এবং মহারাষ্ট্র নলেজ কর্পোরেশন লিমিটেডের সহযোগিতায় ডিজিট্যাল এমপ্লয়েবিলিটি এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইন্দ্রনগর আইটিআই এবং মহিলা আইটিআই"র ১৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে আজ সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে মহিলা আইটিআই ভবনের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সুতীর্থা পাল, মহিলা আইটিআই"র অধ্যক্ষ ভাস্কর দেববর্মা এবং দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওএস রঞ্জিত দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে রাজ্যের আইটিআইগুলির প্রায় ৮০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী এই কোর্সের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই কোর্সটি অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। এই কোর্সের মাধ্যমে ইনফরমেশন টেকনোলজি, ডিজাইনিং, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং, প্রোগ্রামিং, অ্যাকাউন্টিং ইত্যাদি বিষয়ে বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত আইটিআই ইন্দ্রনগর এবং মহিলা আইটিআই থেকে ১৪০ জন শিক্ষার্থী সফলভাবে কোর্সটি সম্পন্ন করেছে।

গলার বিরল অস্ত্রোপচারে মাত্র ৪৩ দিনের ছোট্ট শিশুকে নতুন জীবন দিলেন চিকিৎসক অনিরুদ্ধ বসাক

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: গলার বিরল অস্ত্রোপচারে সুস্থ মাত্র ৪৩ দিনের ছোট্ট শিশু। অমরপুর মালবাসা এলাকার বাসিন্দা, উত্তম কুমার জমাতিয়ার শিশু কন্যার জন্ম হয় ১৩ই অক্টোবর। অমরপুর সরকারি হাসপাতালে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে শিশুটির জন্ম হয়। মা-বাবা দুজনই আগে থেকেই জানতেন শিশুটির গলায় একটি জন্মগত ত্রুটি রয়েছে। যা গর্ভবতী থাকা অবস্থায় ছয় মাসেই তারা জানতে পারেন। শিশুটির গলায় এক প্রকারের সিস্ট রয়েছে। যার ডাক্তারি ভাষা ব্রেঙকিয়েল সিস্ট। জন্ম হবার পর অমরপুরে শিশু বিশেষজ্ঞ বাচ্চাটিকে রেফার করেন শিশুশল্য চিকিৎসক ডঃ অনুরুদ্ধ বসাকের কাছে।

বাচ্চাটির বয়স যখন মাত্র ১৭ দিন তখন ডক্টর বসাক বাচ্চাটিকে দেখে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। ইতিমধ্যেই বাচ্চাটির ডানদিকের গলার সিস্ট বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পরেন শিশুটির মা-বাবা।

গত ২১ নভেম্বর শিশুটিকে ভর্তি করানো হয় ডক্টর অনিরুদ্ধ বসাকের তত্ত্বাবধানে। ২৫ নভেম্বর শিশুটির গলায় অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসক। প্রায় দু ঘন্টা চলে এই অস্ত্রোপচার। অপারেশনের পর বর্তমানে সুস্থ স্বাভাবিক রয়েছে শিশুটি। ডাক্তার অনিরুদ্ধ বসাক জানিয়েছেন, মাত্র ৪৩ দিনের শিশুর শরীরে এ ধরনের সিস্ট যথেষ্ট বিরল। ভারতবর্ষে এখনো অব্দি আট মাসের কম বয়সে এই অপারেশন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গত ২৫ নভেম্বর ৪৩ দিনের শিশুর শরীরে এই অস্ত্রোপচার করে নতুন ইতিহাস লিখলেন চিকিৎসক অনিরুদ্ধ বসাক।। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ অবস্থায় মা বাবার কোলে ফিরে গেছে।

শান্তিরবাজারে ফার্মাসিস্টবিহীন ওষুধের দোকান চালু থাকার অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ নভেম্বর:দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার শহরের অধিকাংশ ওষুধের দোকান দীর্ঘদিন ধরেই ফার্মাসিস্ট ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দোকানের মালিক ও কর্মচারীরাই স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্ধারিত গাইডলাইন উপেক্ষা করে নির্বিচারে ওষুধ বিক্রি করছেন। শুধু ফার্মাসিস্টের লাইসেন্স ব্যবহার করেই দোকানগুলো ইচ্ছেমতো পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, যেসব ওষুধের দোকান ফার্মাসিস্ট ছাড়া চলছে, তারা প্রতি মাসে দপ্তরের একাংশ আধিকারিককে ঘুষ খাইয়ে নিজেদের মর্জিমাফিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের গাইডলাইন মানার কোনো প্রয়োজন পড়ছে না। অধিকাংশ দোকানেই স্টক রেজিস্টার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না।

এছাড়া কালিমাতা, রানী মেডিকেল হল, মজুমদার মেডিকেল হল এবং নিউ মজুমদার মেডিকেল হলের বিরুদ্ধে নেশাজাতীয় ওষুধ বিক্রির অভিযোগও উঠেছে। কিন্তু এসব অভিযোগেও স্বাস্থ্য দপ্তর নিরব ভূমিকা পালন করছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জে. এম. দাস দায়িত্ব নেওয়ার পর মানুষ আশা করেছিলেন যে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু বাস্তবে ফার্মাসিস্টবিহীন ও নেশাসামগ্রী বিক্রেতা দোকানগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে জনমনে।

এখন সাধারণ মানুষের দাবি, রাজ্য সরকার যেন দ্রুত এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারি জোরদার করে জনস্বার্থ রক্ষা করে।

গণ ডেপুটেশন দিল পশ্চিম ত্রিপুরা সিপিএম বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ আইন সংশোধন বিল ২০২৫ বাতিল করা সহ নিগম কর্মী ও বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যা নিরসনে টিএসইসিএল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গণ ডেপুটেশন প্রদান করে পশ্চিম ত্রিপুরা সিপিএম বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ন।

বিদ্যুত আইন সংশোধন বিল ২০২৫ বাতিল করার দাবিতে বিদ্যুৎ নিগমের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বুধবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ন। ইউনিয়নের কর্মকর্তারা জানান দীর্ঘদিন ধরেই তারা বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ডেপুটেশনে মিলিত হওয়ার জন্য সময় চেয়ে আসেন। এমনকি সশরীরে গিয়েও এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ডেপুটেশন দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে না। সে কারণে বাধ্য হয়ে আজ তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনের সামিল হয়েছেন।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ন্যায় সঙ্গত দাবির ভিত্তিতেই তারা আজ এই আন্দোলন সংগঠিত করেছেন বলে জানিয়েছেন। বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ আইন সংশোধন বিল ২০২৫ বাতিল করা সহ বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করে না নিলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাদের দাবিগুলি হল প্রস্তাবিত খসড়া বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল ২০২৫ বাতিল করতে হবে।শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী, কর্পোরেট বান্ধব শ্রম কোড বাতিল করতে হবে। রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমে আউট সোর্সিং প্রথায় কর্মী নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। বিদ্যুৎ নিগমে কর্মরত সমস্ত অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। বর্তমানে আউট সোর্সিং পদে কর্মরতদের সমস্যা দূর করতে হবে। কর্মী স্বল্পতা দূরীকরণে অবিলম্বে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের সকল শুন্য পদে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে হবে।অবিলম্বে বিদ্যুৎ নিগমে কর্মরত কর্মীদের সার্ভিস রুল চালু করতে হবে। বিদ্যুৎ নিগমে কর্মরত সমস্ত যোগ্য গ্রুপ- সি ও গ্রুপ-ডি পদের কর্মীদের প্রমোশন প্রদান করতে হবে।রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের প্রাপ্য বকেয়া ডি.এ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

নিগমে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত কর্মীদের জন্য ক্যাশলেশ ট্রিটমেন্ট এর বন্দোবস্ত করতে হবে, কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত কর্মীর পরিবারের কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নিগমে চাকুরী প্রদান করতে হবে।

রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমকে বেসরকারীকরনের প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমে সুষ্ঠ বদলী নীতি চালু করতে হবে। বিদ্যুৎ কর্মীদের অতিরিক্ত কাজের বিনিময়ে প্রাপ্য সমস্ত বকেয়া অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। এই বার দফা দাবির ভিত্তিতে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়নের গন ডেপুটেশন বিদ্যুৎ ভবনে।

সোনামুড়ায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা,গুরুতর আহত দুই

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর : সোনামুড়া হাসপাতাল রোডে হলি চাইল্ড একাডেমির সামনে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে নার্সারি পড়ুয়া ছাত্র ও তাঁর মা। দ্রুতগতিতে আসা একরি অটো তাঁদেরকে সজোরে ধাক্কা দেয়। স্কুলে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনায় নার্সারি পরোয়ার ছাত্র তৈমুল খানের জীবন তছনছ হয়ে যায়। ধাক্কার পর শিশুটি গাড়ির নিচে আটকে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত গাড়ির নিচ থেকে তৈমূলকে বের করে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে মেলাঘর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসা সূত্রে জানা গেছে, তৈমূলের একটি পা ভেঙে গেছে এবং সে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। শিশুটির মায়ের আঘাতও গুরুতর হলেও তিনি বর্তমানে স্থিতিশীল। পরিবারটি কাঁকড়াবন এলাকার বাসিন্দা হলেও বাবার কর্মসূত্রে তারা সোনামুড়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, একই গাড়ি দুর্ঘটনার সময় একটি স্কুটিকেও ধাক্কা দেয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা বহুবার সোনামুড়া থানায়, মহকুমা শাসকের কাছে এবং নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনের কাছে বিদ্যালয়ের সামনে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের এই অবহেলার ফলেই এমন দুর্ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। স্থানীয়রাও অভিযোগ তুলেছেন যে রাস্তাটিতে নিয়মিতভাবে দ্রুতগতির যান চলাচল করে, অথচ যথাযথ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই।

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে বিলোনিয়ায় মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ নভেম্বর: ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য ও সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে বুধবার এক বর্ণাঢ্য মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা বারোটার সময় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষ হয় একনং টিলা এলাকায়।

কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সভায় উপস্থিত বামপন্থী শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক ও কৃষক বিরোধী নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানান। বক্তারা এদিন চৌদ্দ দফা দাবি তুলে ধরে বলেন কৃষকদের ফসলের ৫০ শতাংশ লাভ সহ ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে হবে, বিদ্যুৎ বিল ২০২০ সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে, কৃষকদের সমস্ত ঋণ মুকুব করতে হবে, সরকারের প্রস্তাবিত চারটি শ্রম কোড বাতিল করতে হবে, রেগায় দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরি ও বছরে ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে হবে, ২০১৩ সালের আইনের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, কৃষি ক্ষেত্রে কর্পোরেট প্রবেশ রোধ করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, এই চৌদ্দ দফা দাবির মাধ্যমে কৃষক-মজুর শ্রেণির ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধারের লড়াই আরও জোরদার হবে।

পরে মিছিল ও সভা শেষে সংগঠনের প্রতিনিধি দল দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের হাতে রাষ্ট্রপতির নামে স্মারকলিপি জমা দেয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দে, সারা ভারত কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, কৃষক সভার প্রবীণ নেতা বাসুদেব মজুমদার, তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য নেতা সুধন দাস, কৃষক নেতা সুবল রায়, বিধায়ক অশোক মিত্র সহ বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনের কর্মী ও সমর্থকরা।

দেশের বর্তমান শাসকদল বিজেপির হাতে গণতন্ত্র ও সংবিধান আজ বিপদের মুখে: কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর: দেশের বর্তমান শাসকদল বিজেপির হাতে গণতন্ত্র ও সংবিধান আজ বিপদের মুখে। সংবিধান বাঁচাও দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদেশ কংগ্রেসের এক সভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়।

তিনি আরও অভিযোগ করেন- রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে দেওয়া একটিও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি বিজেপি সরকার। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তাঁদের নেশার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

গোপাল রায়ের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যুব সমাজ নেশায় জড়িয়ে পড়ছে এবং কেউ কেউ নেশা পাচারেও যুক্ত হচ্ছে, অথচ সরকার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, বিজেপির ভিতরেই এখন পচন ধরেছে। আইনশৃঙ্খলা তলানিতে। দলীয় দ্বন্দ্বে জর্জরিত শাসকদল রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করছে। সংবিধান রক্ষা করতে হলে এই সরকারের পতন ঘটাতে হবে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোপাল রায় অভিযোগ করেন, সংবিধান রচনাকারী ও বাস্তবায়নকারীদের স্মরণে ধর্মনগরে যখন সভা চলছিল, তখন বিজেপি সমর্থিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। অন্যান্য নেতারাও কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র-বিরোধী ও জনবিরোধী নীতি প্রয়োগের অভিযোগ তোলেন।

বুধবার আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক গোপাল রায়, রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বানী ঘোষসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রয়াত হলেন প্রবীণতম সিপিআই(এম) নেতা তথা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মংসাজাই মগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৬ নভেম্বর: সাব্রুম মহকুমার প্রবীণতম সিপিআই(এম) নেতা, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য ও কাউন্সিল চেয়ারম্যান, এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মংসাজাই মগ মঙ্গলবার দুপুরে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর অনেকটা সেরে উঠলেও সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ফুসফুসের জটিলতায় ভুগছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আগরতলার প্রাইম-কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন। পেশায় শিক্ষক কমরেড মংসাজাই মগ ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে, সহজ-সরল ও স্বল্পভাষী। তৎকালীন মনু বনকুল উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্র-অভিভাবকদের মধ্যে বিশেষভাবে সম্মানিত ছিলেন। ১৯৭৫ সালে সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বে উপজাতিদের চার দফা দাবিতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের প্রভাবে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৮২ সালে তৎকালীন ৭ম তপশিলে প্রথম টি টিএ এডিসি নির্বাচনে পার্টির প্রার্থী হয়ে শিলাছড়ি—মনু বনকুল কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ সালেও তিনি একই কেন্দ্র থেকে সিপিআই (এম) দলের প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি টি টিএ এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তী দুই মেয়াদ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব সামলান। উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতা হিসেবে সাবরুম মহকুমায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এবং জাতি—উপজাতি ঐক্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পাশাপাশি এলাকায় পার্টির গণভিত্তি সুদৃঢ় করতে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য।সিপিআই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী প্রবীণ এই নেতার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে। পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কমরেড মংসাজাই মগের অনাড়ম্বর জীবনযাপন, সততা, সরলতা এবং সবার সঙ্গে অমায়িক আচরণ পার্টির প্রতিটি কর্মীর কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 27-11-2025, 01:29